প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৭ ❖ ৮ - ২১ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সংখ্যা

বিশ্ব আহ্বান ও মা দিবস

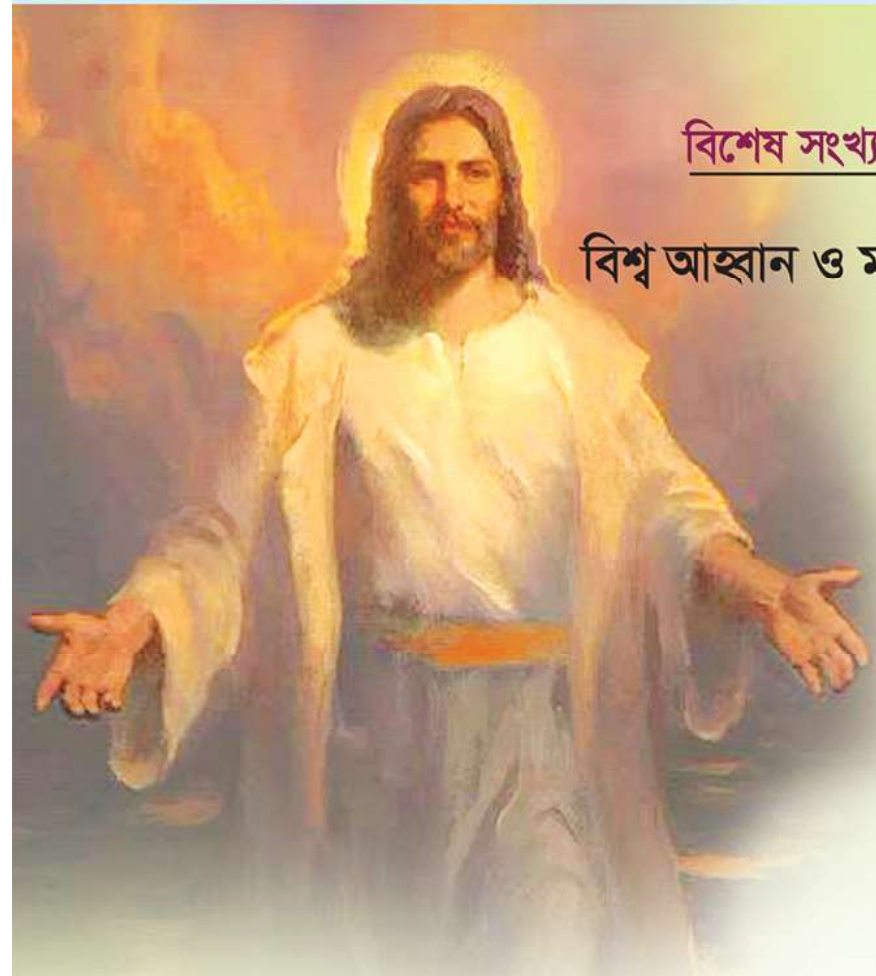

'লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম' এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর দিক্‌নির্দেশনা

মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের ধ্যানে, মননে ও শিক্ষায় খ্রিস্টীয় আহ্বান

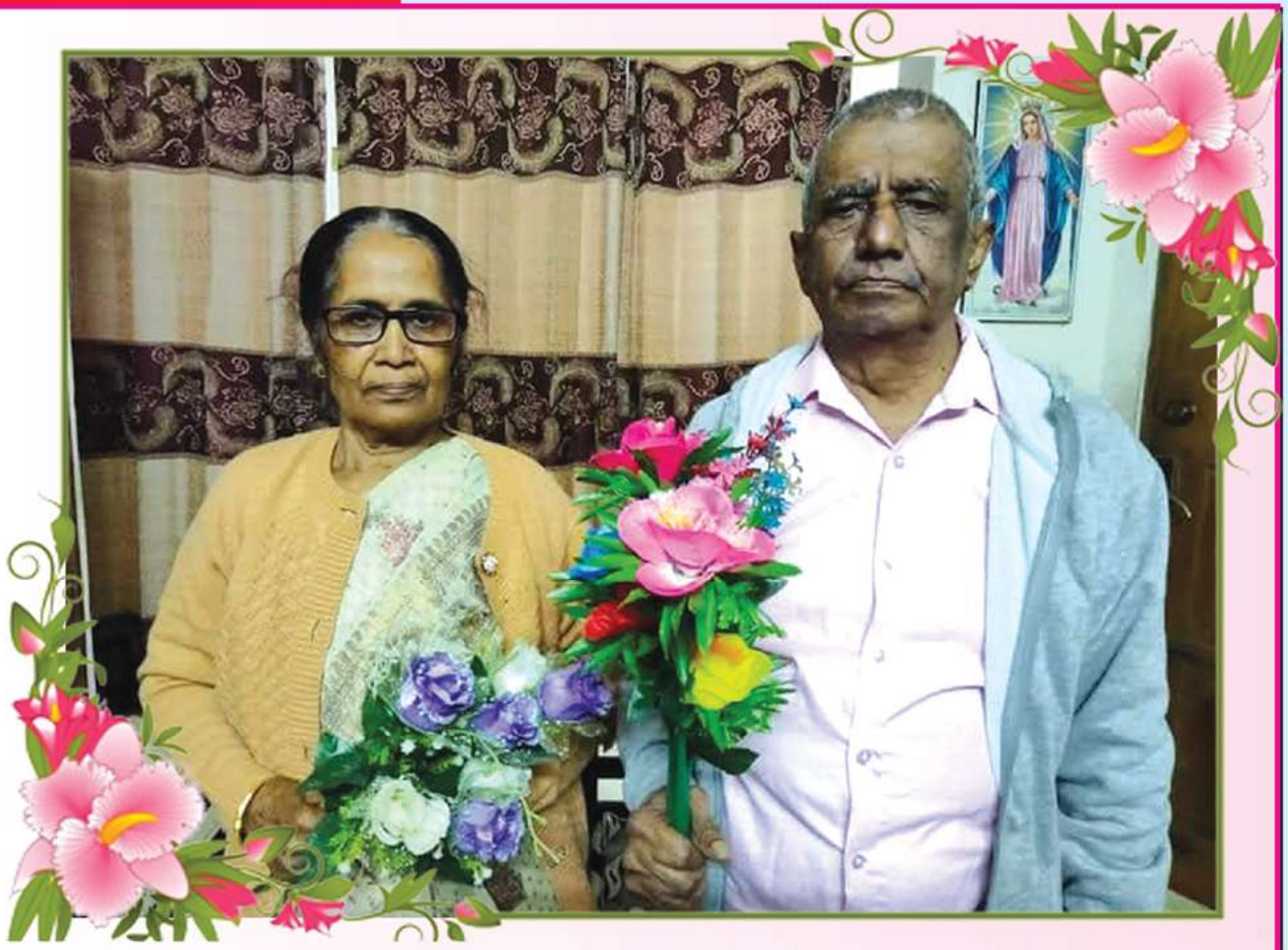

IN LOVING MEMORY
MOM n DAD IN HEAVEN

The sun still rises in the east
The darkness falls at night
But nothing now seems the same
Each day is not as bright

The birds still sing, the flowers grow
The breeze still whispers, too
But it will never, ever be
the same world without both of you

It's so sad that you had to go
Your leaving caused such pain
But you both were so very special
and earth's loss heaven's gain

Santosh Clement Costa & Jacinta Clotilda Rozario
Started Journey to heaven in 2021.

From:
Harbaid, Vadun Parish, Pubail,
Gazipur City Corporation.

Childrens
Rubi A. Costa, Richard H. Costa, Rina P. Costa, Ruma T. Costa,
Roseline R. Costa, Ripon J. Costa.
Daughters and Sons in low
Sagor Chowdhury, Jeny Gomes, Eric Serao, Dilip Samaddar, Songram H. Gomes, Heidi Costa.

Grand Childrens
Anggana, Alve, Eka, Labonnya, Prachy, Dipto, Enrika, Rudhi, Aradhya, Aiswarja.

বিজ্ঞ/১৩৩/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ১৭
৮ - ২১ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৫ বৈশাখ - ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

নিজ আহ্বান ও মায়ের যত্ন নিন

এবার কাকতালীয়ভাবে দু'টি বিশেষ দিবস: মা দিবস ও বিশ্ব আহ্বান দিবস ৮ মে তারিখে পালিত হয়েছে। মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় মা দিবস আর মাণ্ডলিকভাবে পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবারে পালন করা হয় বিশ্ব আহ্বান দিবস; যা এ বছর ৮ মে তারিখে। এ দু'টো দিবসই জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা দরকার। কেননা মা সাধারণভাবে একজন সন্তানের জন্য ঈশ্বরের সর্বোত্তম উপহার আর ঐশ আহ্বানে সাড়া দিয়ে একজন যাজক বা ব্রতধারী/ধারিণীও অনেকের জীবনে তথা মণ্ডলীর জীবনে অন্যতম প্রধান উপহার হয়ে ওঠেন। মাকে যথার্থভাবে শ্রদ্ধা-সম্মান করার প্রয়াসে সূচনা হয় মা দিবসের আর যুবক-যুবতীদের ঈশ্বরের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে ও তাতে সাড়া দানে উদ্বুদ্ধ করতে আহ্বান দিবস পালন করা হয়। তবে উভয় দিবস পালনে মা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সন্তানের জীবন গঠনে ও আহ্বান নির্ণয়ে মা-ই প্রথম ও প্রধান ভূমিকা রাখেন।

মায়ের ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত ও অতুলনীয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মায়ের এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা চলতে থাকে। সন্তানের সুখের জন্য মা নিজের দুঃখ কষ্ট আড়াল করে রাখেন। তিলে তিলে নিজেকে দান করে সন্তানকে বড় করে তোলেন। কেননা মা সন্তানকে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে মনে করেন। সঙ্গতকারণেই সন্তানের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মাকে শ্রদ্ধা করা এবং অন্তরের শ্রেষ্ঠতম স্থানে মাকে প্রতিষ্ঠা করা। মায়ের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখা এবং মায়ের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কাজ করা সন্তানের একটি পবিত্র ও নৈতিক দায়িত্ব। মাকে যারা অবহেলা, অযত্ন করে, যারা খোঁজ-খবর নেয় না, মায়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন থাকে; তারা জীবনে কোনদিন সফল ও সুখী হতে পারবে না। তাই প্রত্যেকজন সন্তানের উচিত মাকে ঈশ্বরের মহামূল্যবান উপহার হিসেবে গ্রহণ করা।

সন্তানের জীবনের আহ্বান ও লক্ষ্য নির্ধারণে সাধারণত প্রধান ভূমিকা পালন করেন মা। মা-ই প্রথম বুঝতে পারেন তার সন্তানের সবলতা ও দুর্বলতা। আর সন্তানের বিষয়ে জেনে মা সন্তানকে পরিচালিত করেন। অনেক খ্রিস্টান মায়েরা তাদের বিশ্বাসের কারণে প্রত্যাশা করেন তাদের সন্তানেরা যিশু ও মা মারীয়াকে অনুসরণ করে যাজক ও উৎসর্গীকৃত জীবনে প্রবেশ করবে। বিশ্ব আহ্বান দিবসে মা সহ সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরকে ধর্মীয় জীবনাহ্বান সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনুরোধ করা হয় যেন তারা তাদের সন্তানদের ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করতে উৎসাহ দেন ও যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

জীবনের আহ্বান আবিষ্কার করা ও সেই পথে এগিয়ে চলা কঠিন কাজ। এজন্য মণ্ডলীর দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও সমন্বিতভাবে সহায়তা করতে হবে এবং উপযুক্ত পরিবেশ ও গঠন কাজ চালাতে হবে। পরিবারের সদস্যদের বিশেষভাবে মা-বাবাকে একাজে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা ধর্মীয় জীবনাহ্বান পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের বিশেষ এক উপহার। পরিবার থেকেই শিশুদেরকে যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে উৎসাহিত করতে হবে। পিতামাতার ভাল ও পবিত্র জীবনযাপনের আদর্শ সন্তানদেরকে ধর্মীয় জীবনাহ্বানের দিকে চালিত করবে। আর তাই সঙ্গত কারণেই পরিবারে যাজক ও ধর্মব্রতীদের নিয়ে নেতিবাচক আলোচনা না করে ধর্মীয় জীবনের সৌন্দর্য ও সুষমা সন্তানদের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, অন্যান্য সংস্কারাদি চর্চায় বিশ্বস্ত হয়ে, ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করেও পিতামাতাগণ সন্তানদের ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের অনুপ্রেরণা দান করতে পারেন।

ঈশ্বর প্রতিনিয়ত আমাদের আহ্বান করে থাকেন। তিনি আমাদের জীবন পথের সহযাত্রী হয়ে পথ দেখান, সুপথে চলার সুমন্ত্রনা দিয়ে থাকের। তিনি আহ্বান করেন তাঁর আনন্দময় জীবনের সঙ্গী হতে। কিন্তু আমরা পার্থিব সুখে এবং সাংসারিক কাজে এতই নিমগ্ন থাকি যে, ঈশ্বরের আহ্বান শুনতে পাই না। অথবা শুনেই অবহেলায়, প্রলোভনে পড়ে অন্তর থেকে তা হারিয়ে ফেলি। তাই নিজেদের আহ্বানের ব্যাপারে সচেতন ও যত্ন নিতে হবে। আমার আহ্বান নেই একথা বলে যেন ধর্মীয় জীবনাহ্বানকে মেরে না ফেলি।

আহ্বান দিবসে সকল যাজক, ব্রতধারী/ধারিণী ও প্রার্থীদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা যেন তারা নিজ আহ্বানে বিশ্বস্ত থেকে ঈশ্বরের গৌরব করে আর মা দিবসে পৃথিবীর প্রত্যেক মায়ের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। সকল সন্তানের কাছে প্রত্যাশা - প্রত্যেক সন্তান যেন মাকে সঠিক মর্যাদা দান করে। সকল মা ভাল থাকুন এবং সন্তানদেরকে ধর্মীয় জীবনাহ্বানে উদ্বুদ্ধ করুন। †

এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস। -যোহন ১৩:৩৪

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

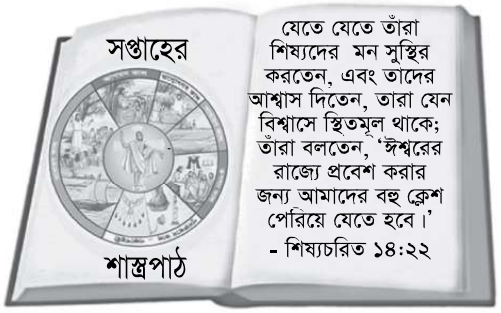

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৫ - ২১ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১৫ মে, রবিবার
শিষ্য ১৪: ২১-২৭, সাম ১৪৫: ৮-১৩, প্রত্যাদেশ ২১: ১-৫, যোহন ১৩: ৩১-৩৫

১৬ মে, সোমবার
শিষ্য ১৪: ৫-১৮, সাম ১১৫: ১-৪, ১৫-১৬, যোহন ১৪: ২১-২৬

১৭ মে, মঙ্গলবার
শিষ্য ১৪: ১৯-২৮, সাম ১৪৫: ১০-১৩, ২১, যোহন ১৪: ২৭-৩১

১৮ মে, বুধবার
সাধু প্রথম জন, পোপ ও সাক্ষ্যমর
সাধ্বী বার্থলোমেয়া কাপিতানিও ও ভিনসেন্সা জেরোসা, সন্ন্যাসব্রতী
শিষ্য ১৫: ১-৬, সাম ১২২: ১-৫, যোহন ১৫: ১-৮
প্রত্যাদেশ ১৯: ১, ৫-৯ (বিকল্প: কলসীয় ৩: ১২-১৭),
সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, মথি ২৫: ৩১-৪০

১৯ মে, বৃহস্পতিবার
শিষ্য ১৫: ৭-২১, সাম ৯৬: ১-৩, ১০, যোহন ১৫: ৯-১১

২০ মে, শুক্রবার
সিয়েনার সাধু বার্ণার্ডাইন, যাজক
শিষ্য ১৫: ২২-৩১, সাম ৫৭: ৭-১১, যোহন ১৫: ১২-১৭

২১ শনিবার
সাধু খ্রীষ্টফার মাগাল্লানেস, যাজক **এবং সঙ্গীগণ,** সাক্ষ্যমর
শিষ্য ১৬: ১-১০, সাম ১০০: ১-২, ৪, যোহন ১৫: ১৮-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৫ মে, রবিবার
+ ১৯৩৮ ফাদার সেলেস্টিন এফ. নিয়ার্ড সিএসসি
+ ১৯৫৪ ফাদার থিওডোর কাস্তেল্লি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৮ ফাদার বেঞ্জামিন লাবে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৬ মে, সোমবার
+ ১৯৮৯ সিস্টার মেরী এডিথ আরএনডিএম (ঢাকা)

১৭ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৪ বিশপ রেমন্ড লারোজ সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৩ ফাদার টমাস জিমারম্যান সিএসসি (ঢাকা)

১৮ মে, বুধবার
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম. শার্লিটা এনরাইট সিএসসি

১৯ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৮ সিস্টার মেরী হেলেন এসএমআরএ
+ ১৯৭৫ ফাদার ওয়ালটার মার্কস সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সিস্টার থিওনিলা আরাক্কাপারামবিল এসসি (ঢাকা)

২০ মে, শুক্রবার
+ ১৯৭৯ সিস্টার গাব্রিয়েল ফ্রেডারিক এসসি
+ ২০০৪ ফাদার লরেঞ্জো ফন্টিনী এসএক্স (খুলনা)

২১ শনিবার
+ ১৯৬৯ ফাদার স্তেফান ডায়াস (ঢাকা)
+ ২০০৮ ব্রাদার জেমস এডওয়ার্ড গ্রীটম্যান সিএসসি

ধারা - ৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

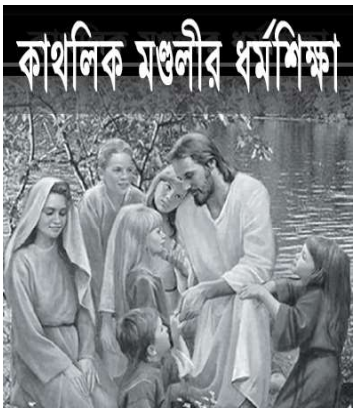

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও পিতার মহিমাস্তুতি

১৩৭৮ : খ্রীষ্টপ্রসাদের আরাধনা। খ্রীষ্টযাগের উপাসনা-অনুষ্ঠানে আমরা রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে খ্রীষ্টের বাস্তব উপস্থিতির প্রতি আমাদের বিশ্বাসপ্রকাশ করি বিভিন্নভাবে, যেমন জানুপাত ক'রে অথবা আরাধনার চিহ্নস্বরূপ প্রভুকে অবনত মস্তকে প্রণাম ক'রে। "কাথলিক মণ্ডলী সব সময়ই এবং এখনও খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কারের প্রতি ভক্তিপূর্ণ আরাধনা অর্পণ ক'রে আসছে; এই আরাধনা শুধুমাত্র খ্রীষ্টযাগের সময়ই নয়, খ্রীষ্টযাগের বাইরেও, অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত প্রসাদময় রুটি অতি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ ক'রে, বিশ্বসীবর্গের সাড়ম্বর আরাধনার জন্য তা প্রদর্শন ক'রে, এবং শোভাযাত্রায় তা বহন ক'রে।

১৩৭৯: প্রসাদসিন্দুক রাখার ব্যবস্থার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল একটি উপযুক্ত স্থানে খ্রীষ্টপ্রসাদ সংরক্ষণ করা যাতে রোগীদের কাছে এবং খ্রীষ্টযাগে যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে খ্রীষ্টপ্রসাদ নিয়ে যাওয়া যায়। খ্রীষ্টপ্রসাদে খ্রীষ্টের বাস্তব উপস্থিতিতে বিশ্বাস গভীরতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টমণ্ডলীও খ্রীষ্টপসাদীয় রুটির আকারে উপস্থিত প্রভুকে নীরবে আরাধনার অর্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এই কারণেই গির্জাঘরে বিশেষ একটি উপযুক্ত স্থানে প্রসাদসিন্দুক রাখতে হবে এবং তা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে ধন্য আরাধ্য সংস্কারে খ্রীষ্টের বাস্তব উপস্থিতির সত্যটি জোরালোভাবে গুরুত্ব ও প্রকাশ পায়।

১৩৮০: খ্রীষ্ট যে তাঁর মণ্ডলীতে এরূপ অনন্যভাবে উপস্থিত থাকতে চাইবেন তা সত্যিই সমীচীন। যেহেতু খ্রীষ্ট দৃশ্য আকারে তাঁর আপনজনদের কাছে থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছেন, তাই তিনি আমাদের দিতে চাইলেন তাঁর সংস্কারীয় উপস্থিতি; যেহেতু তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশে নিজেকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছেন, তিনি চাইলেন, "শেষযাত্রা পর্যন্ত" এমন কি তার জীবনদান পর্যন্ত যে আমাদের ভালবেসে গেলেন, সেই ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন যেন আমাদের কাছে থাকে। খ্রীষ্টপ্রসাদীয় উপস্থিতিতে তিনি রহস্যময়ভাবে আমাদের মধ্যে বর্তমান এমন একজন ব্যক্তিরূপে, যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, এবং যিনি চিহ্নের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে বিরাজমান, যে-চিহ্ন এই ভালবাসাকে প্রকাশ ও বিতরণ করে:

খ্রীষ্টমণ্ডলী ও জগত উভয়েরই খ্রীষ্টপ্রসাদীয় আরাধনার বড় প্রয়োজন। ভালবাসার এই সংস্কারে যীশু আমাদের প্রতীক্ষায় থাকেন। আরাধনায় ও বিশ্বাসপূর্ণ ধ্যানে, এবং উন্মুক্ত অন্তরে জগতের সকল পাপ ও অপরাধের ক্ষতিপূরণে, আমরা যেন সময় ব্যয় করতে কার্পণ্য না করি। আমাদের আরাধনা যেন কখনোই শেষ না হয়।

১৩৮১: সাধু টমাস বলেন, "এ সংস্কারে খ্রীষ্টের প্রকৃত দেহ ও তাঁর প্রকৃত রক্ত যে বর্তমান, তা এমনই কিছু যা ইন্দ্রিয়ের অতীত, তবে তা কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই অনুভব করা যায়, যে-বিশ্বাস ঐশ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল"। এই কারণেই সাধু লুক লিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ের ১৯ পদের ব্যাখ্যাদান ক'রে ('তোমাদের জন্য সমর্পিত এ আমার দেহ'), সাধু সিরিল বলেন: "এটা সত্য কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করো না, বরং ত্রাণকর্তার কথা বিশ্বাসসহকারে গ্রহণ কর, কারণ তিনি সত্য, তিনি মিথ্যা বলতে পারনে না।"

হেথা লুকনো ঈশ্বরকে করি আরাধন
শুধুই আকার, ছায়াঢাকা, ছদ্ম আবরণ,
দেখো প্রভু, তোমারই সেবায় বিনত একটি হৃদয়
তুমি যে ঈশ্বর, বিস্ময়ে আত্মহারা, তোমাতে তন্ময়।
দর্শন, স্পর্শন, আস্বাদন তোমাতে সকলই বিফল
শ্রুতিই একাকী শুধু বিশ্বাসে সফল
ঈশ্বরপুত্রের বাক্য আমি সত্য বলে মানি।
সত্য স্বয়ং বলেন যাহা তাহার বাহিরে সত্য নাহি জানি।

বিশ্ব আহ্বান দিবস ও প্রার্থনা রবিবার ২০২২ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে পিএমএস এর জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে ভাইবোনেরা,

খ্রিস্টমণ্ডলীর পবিত্র ঐতিহ্য অনুযায়ী পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবার অর্থাৎ ৮ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পালিত হতে যাচ্ছে 'বিশ্ব আহ্বান দিবস' এবং আহ্বানের জন্য প্রার্থনা প্রয়োজন। এই দিনে মাতা মণ্ডলী বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করে যেন তার সকল পালকীয় সেবাকর্মে আহ্বান বৃদ্ধি পায়; পিতা ঈশ্বর যেন সকল বিশ্বাসী ভক্তদের হৃদয় স্পর্শ করেন, যেন এই বিশ্বাসী ভক্তরা তাদের অন্তর গভীরে ঐশ আহ্বান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় এবং প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যেন প্রেরণ কর্মীর অভাব না হয়। কারণ "ফসল তো প্রচুর কিন্তু কাজ করার লোক অল্পই" *(মথি ৯:৩৭)*।

সমগ্র পৃথিবী আজ এক মহা দুর্যোগে কবলিত, বিশ্ব মানব সভ্যতা বিলুপ্ত হওয়ার হুমকির মুখে রয়েছে। একদিকে করোনা ভাইরাসের বিষাক্ত ছোবল, অন্যদিকে দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই রয়েছে। আর এর ফলে চারদিকে শুধু মৃত্যু, অসুস্থতা, অভাব, বেকারত্ব, অবিশ্বাস, হতাশা-নিরাশাসহ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। এরূপ যুগসন্ধিক্ষণেও প্রভুযিশু তাঁর বিশ্বাসী ভক্তদের অনবরত আহ্বান জানিয়ে বলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ ধরা জেলে" *(মার্ক ১:১৭)*।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আহ্বান বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা, প্রার্থনা করা আমাদের সবার মাণ্ডলীক দায়িত্ব: "বাবা-মা, শিক্ষক এবং যারা কিশোর ও যুবকদের শিক্ষাদানে ব্যাপৃত, তাদের এমনভাবে তা করা উচিত যেন তারা মেষপালকের ন্যায় খ্রিস্টের অধীর আগ্রহ সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং মণ্ডলীর প্রয়োজনের জন্যই জীবিত থাকেন। এইভাবে যখন প্রভু ডাকেন, তখন উদারভাবে সাড়া দিতে তারা প্রস্তুত থাকবেন এবং প্রবক্তার সঙ্গে তারা বলবেন, "এইতো আমি, আমাকে পাঠিয়ে দিন" *(ইসা ৬:৮)*। তবে প্রভুর আহ্বানের স্বর ভবিষ্যৎ পুরোহিতদের কানে কোনো বিশেষ উপায়ে আসবে, এমন প্রত্যাশা জোর দিয়ে করা যায় না" (যাজকদের সেবাকাজ ও জীবন বিষয়ক দলিল নং ১১)।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর আহ্বান ভিত্তিক বাণীগুলোতে সব সময় স্মরণ করিয়ে দেন যে, খ্রিস্টীয় আহ্বান হলো ঈশ্বরের সঙ্গে একত্রে পথ চলা ও তাঁর আনন্দময় জীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গী হওয়ার পথ বেছে নেওয়া। ৫৫তম বিশ্ব আহ্বান দিবসের বিশেষ বাণীতে তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বর অনবরত আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে বসবাসরত ঈশ্বর যিনি আমাদের ক্লেদাক্ত জীবনের সঙ্গে পথ চলেন। ভালবাসার জন্য আমাদের আকুলতা তিনি জানেন আর তাই তিনি আহ্বান করেন তাঁর আনন্দময় জীবনের সঙ্গী হতে। প্রত্যেকটি আহ্বান - তা সে ব্যক্তিগত বা মণ্ডলীগত হোক, নিজস্ব বৈচিত্রতা ও স্বকীয়তায় তাঁর জীবনবাণী শোনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও জীবন যাপন করা দরকার যা উর্ধ্বলোক থেকে আমরা শুনতে পাই" (আগমন কালের ১ম রবিবার, ৩ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ)।

এ বছরের বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের পিএমএস দপ্তরের পক্ষ থেকে, আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর অনুরোধ করি আপনাদের ছেলে-মেয়েদের খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ে তুলতে, তাদের মধ্যে যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে। গত বছর আহ্বান দিবসে পুণ্যপিতার প্রৈরিতিক দপ্তর 'সাধু পিতরের সংস্থার' জন্য আপনারা যে অনুদান দিয়েছেন তা নিম্নে দেওয়া হল:

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ	১,০৮,২৯৪.০০
চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ	১৮,৮৫৮.০০
দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ	২১,২০০.০০
খুলনা ধর্মপ্রদেশ	২০,৩৫৭.০০
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ	৩২,২৯৬.০০
রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ	৪২,৬০২.০০
সিলেট ধর্মপ্রদেশ	৭,০০০.০০
বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	২১,৬০০.০০
সর্বমোট=	**২,৭২,২০৭.০০**

কথায়: দুইলক্ষ বাহাত্তর হাজার দুইশত সাত টাকা মাত্র।

বিশ্ব মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ যাজক-সেমিনারীয়ান ও ধর্মব্রতী/ধর্মব্রতিণীদের সার্বিক কল্যাণ ও গঠনে আপনাদের এই উদার প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এবং বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পিতা পরমেশ্বর আপনাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

ধন্যবাদান্তে,
ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা
জাতীয় পরিচালক, পিএমএস বাংলাদেশ।

ভাটিকানের ‘মানব উন্নয়ন’ নামক পুণ্য দপ্তর এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার্থে “লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম” এ সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ‘বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী’র দিক্‌নির্দেশনা

জগতের আর্তনাদ, দরিদ্রদের আর্তনাদ

‘লাউদাতো সি’-“হে আমার প্রভু, তোমার প্রশংসা হোক”। ভাটিকানের ‘মানব উন্নয়ন’ নামক পুণ্য দপ্তর এর সাথে একাত্ম হয়ে ‘বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী’ আগামী সাত বছর “লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম” (২০২১ থেকে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দ) শিরোনামে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে। ‘লাউদাতো সি’ সর্বজনীন পত্রটির সাতটি লক্ষ্যসমূহ হল- **(ক)** জগতের আর্তনাদে সাড়াদান, **(খ)** দীনদরিদ্রদের আর্তনাদে সাড়াদান, **(গ)** পরিবেশগত অর্থনীতি বিস্তার, **(ঘ)** টেকসই সহজ-সরল জীবনধারা গ্রহণ, **(ঙ)** পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা, (চ) পরিবেশ সংরক্ষণ উদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন এবং **(ছ)** সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ। সম্প্রতি পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- **‘লাউদাতো সি’ শুধু সবুজ সর্বজনীন পত্র নয়, বরং এটি একটি সামাজিক সর্বজনীন পত্রও।**

১. ভাটিকানের ‘মানব উন্নয়ন’ নামক পুণ্য দপ্তর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য গোটা মণ্ডলীকে সাতটি কর্মক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে- **(ক)** পরিবার, **(খ)** ধর্মপল্লী, **(গ)** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, **(ঘ)** সংগঠন ও ক্লাব, **(ঙ)** সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান,**(চ)** হাসপাতাল এবং **(ছ)** ধর্মসংঘসমূহ ইত্যাদি। এই নির্দেশনা দেশের প্রথম অধিবাসি জীবনধারা অনুধাবন করতে; জগতের আর্তনাদ ও দরিদ্রের আর্তনাদে ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তি অনুধাবন করতে; এবং ‘লাউদাতো সি’র লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৌলিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। সুতরাং বিগত দিনগুলোতে আমরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ আমাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে সমন্বিত পরিবেশের যে ক্ষতিসাধন করেছি, তা পুনরুদ্ধারের জন্য আগামী সাত বছর “লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম”এ অবিরত সৃজনশীল উদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনা এবং কর্মকৌশল গ্রহণ করবো।

২. ভাটিকানের পুণ্য দপ্তর ২২-২৯ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ “লাউদাতো সি সপ্তাহ-২০২২” ঘোষণা করেছে এবং মূলসুর হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে “শোনা এবং একসাথে পথচলা” যা পোপ মহোদয়ের আহ্বানে “আমাদের অভিন্ন বসতবাটিকে রক্ষা করতে গোটা মানব পরিবারকে একত্রিত করবে” (লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ-১৩)। এ উদ্‌যাপনের মূল উদ্দেশ হলো- সর্বজনীন পত্রটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি, আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্নের মৌলিক নীতিসমূহ প্রচার এবং পরিবেশগত রূপান্তরের দিকে একসাথে যাত্রা করা। এ সপ্তাহটি উদ্‌যাপন বিশ্বকে দেখাবে কাথলিক মণ্ডলীর ২২০,০০০টি ধর্মপল্লীর ১.৩ বিলিয়ন খ্রিস্টভক্তজনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সাত বছরে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে এবং সারা বিশ্বের জনগণকে অনুপ্রাণিত করছে। তাই বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি) আগামী সাত বছর “লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম” কার্যক্রমে সকল অংশীজনদেরকে- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন, ক্লাব, যুবসংঘ, পালকীয় সেবাকেন্দ্র, সেমিনারি, ছাত্রাবাস, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, হাসপাতাল এবং সকল ধর্মসংঘ সবাইকে সাথে নিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছে।

৩. সিবিসিবি কমিশনসমূহের সচিব ও সদস্যদের নিয়ে একটি কার্যনির্বাহী “লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম দল” গঠন করা হয়েছে। যারা আগামী সাত বছরের কার্যক্রম নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং সকল অংশীজনদের দিক্‌নির্দেশনা দিয়ে যাবে। এই দলে শিক্ষক, যাজক, ব্রাদার, সিস্টার, যুবক-যুবতী ও আগ্রহী ব্যক্তিদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্কিং প্লাটফর্ম তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ডাইয়োসিস পর্যায়েও অনুরূপ একটি সক্রিয় দল গঠন খুবই বাস্তব সম্মত হিসেবে ধারণা করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে **(ক) আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিমূলক** (Spiritual Events), **(খ) জীবনধারা পরিবর্তনমূলক** (Action Events) ও **(গ) গণমঙ্গল নীতিমালামূলক** (Policy Events)।

৪. সর্বপর্যায়ে ব্যাপকতর সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মে ১৫, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রবিবার বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর সকল গির্জায় একযুগে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে “লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম’ উদ্‌যাপন উদ্বোধন করা হবে। এ উপলক্ষে খ্রিস্টযাগ কাঠামো ও উপদেশ সহায়ক তৈরি করে প্রত্যেক ডাইয়োসিসে প্রেরণ করা হয়েছে। সেদিন সকল ডাইয়োসিসে সমস্ত ধর্মপল্লীতে বিশেষ প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, উপদেশ ও অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। খ্রিস্টযাগ প্রাকৃতিক পরিবেশ, গ্রোটো বা ‘লাউদাতো সি’ বাগানে আয়োজন করতে পারলে আরও অর্থপূর্ণ হবে। খ্রিস্টযাগের পরে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন- কাপড়ের ব্যাগ বিতরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ, ময়লা-আবর্জনা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কিছু উদ্যোগ ইত্যাদি।

৫. একই সাথে স্থানীয়ভাবে **“লাউদাতো সি সপ্তাহ-২০২২”** সক্রিয়ভাবে উদ্‌যাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। কাথলিক মণ্ডলী ছাড়াও অন্যান্য মণ্ডলীকে উৎসাহিত করা হবে যেন নিজেদের আয়োজনে “লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম” কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। আগামী মে ১৫ থেকে ২৯, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ মধ্যে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, আন্তঃমাণ্ডলিক, আন্তঃধর্মীয়, পরিবেশবিদ, পরিবেশ সংরক্ষণকর্মী ও সংগঠনের অংশীজনদের উপস্থিতিতে “Sharing the Good Practices” আলোচনা সভা আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আলোচনার অনুধ্যান ও অনুধাবন লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ সহায়ক হতে পারে। সিবিসিবি পর্যায়েও একটি আলোচনা সভা আয়োজন করতে যাচ্ছে।

৬. পৃথিবী নামক গ্রহটির যে-অবনতি ঘটছে তা ব্যক্তিগতভাবে ও দলগতভাবে নিজের জন্য বেদনাদায়ক কষ্ট বলে অনুভব করা এবং আমরা প্রত্যেকে এ বিষয়ে কী করতে পারি তা আবিষ্কার করতে একটি আন্তরিক "পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক মন পরিবর্তন' এর সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। পোপ ফ্রান্সিস সৃষ্টির বিরুদ্ধে আমাদের পাপ স্বীকার করার আহ্বান ও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন- কারণ আমরা সবাই পরিবেশের কমবেশি ক্ষতিসাধন করেছি। ঈশ্বরের সৃষ্টির জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করেছি, আবহাওয়া পরিবর্তন করেছি, বনজঙ্গল ধ্বংস করেছি, জলাভূমির পবিত্রতা বিনষ্ট করেছি, জমিজমা, বাতাস ও জীবন ধ্বংস করেছি- এসবই পাপ। কেননা প্রাকৃতিক জগতের বিরুদ্ধে পাপ করার অর্থ আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে পাপ করা এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা *(লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ-৮)*।

৭. ভাটিকানের 'মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তর এবং পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর **'একজন খ্রিস্টভক্ত, একটি বৃক্ষরোপণ'** উদ্যোগটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে, আরও প্রস্তাব করেছেন- বর্তমানে কার্বন নিঃসরণ কমানো উদ্যোগটি গ্রহণ বাস্তবসম্মত। বিভিন্ন ডাইয়োসিসে ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠানসমূহর পাশাপাশি বিসিএসএম, যুবসংগঠন, ক্লাব ও ক্রেডিট ইউনিয়নের অংশগ্রহণ খুবই উজ্জ্বল ছিল। সুতরাং বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে বাস্তবে কী হয়েছে, কী অবস্থায় আছে, কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা ডাইয়োসিস পর্যায়ে ফিরে দেখা দরকার। একটি প্রতিবেদনও তৈরি করা প্রয়োজন।

৮. জাতীয় ও ডাইয়োসিস পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক সংলাপ ও ফোরাম আয়োজন করার তাগিদ অনুভব করা হয়েছে। যেখানে আন্তঃধর্মীয়, আন্তঃমাণ্ডলিক, বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যেমন- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চার্চসমূহ এবং আরো পরিবেশ বিষয়ক সংগঠনের অংশগ্রহণ থাকতে পারে। পরিবেশবিদ ও পরিবেশ সংরক্ষণকর্মীদের সাথে নেটওয়ার্কিংএ যোগদান করা- যেমন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), আদিবাসী ফোরাম বাংলাদেশ, কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের আরো সংগঠনের সাথে জড়িত থাকা। আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং চলমান রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন- The Dicastery for Promoting Integral Human Development-Vatican, Migration and Refugee Section-Vatican, The Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC –OHD-CCD), The River Above Asia Oceania Ecclesial Network (Raoen), Laudato Si Movement, International Catholic Migration Commission (ICMC), Asia Pacific Justice and Peace Worker Network (APJP WN), Talitha Kum Vatican and Talitha kum Asia.

৯. কাথলিক শিক্ষা বোর্ডের সহযোগিতায় কাথলিক স্কুলসমূহকে কেন্দ্র করে অন্যান্য স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিষয়ে ব্যাপকতর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা যায়। পোষ্টার তৈরী, ডকুমেন্টরি তৈরী, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতা ও র‍্যালী আয়োজনে যুবক-যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করা যায়। কারিতাসের ট্রাস্ট- কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সিডিআই) কর্তৃক 'লাউদাতো সি' পত্রটির আলোকে 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক' একটি সংক্ষিপ্ত মডিউল তৈরি করা যায়। তাদের আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহে বিষয়টি সংযুক্ত করতে পারে এবং আলাদা একটি প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০. বিশ্বজগতের মা মারীয়া তিনি দীনদরিদ্রদের কষ্টে ও ক্ষতবিক্ষত জগতের সকল প্রাণীর জন্য দুঃখশোকে কাতর। তাঁর নিকট সবিনয় প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে প্রজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখার শক্তি দেন। পবিত্র পরিবার ও বিশ্বজনীন মণ্ডলীর রক্ষাকর্তা সাধু যোসেফ আমাদের শেখাতে পারেন- কিভাবে সেবাযত্ন দিতে হয় এবং বসতবাটি রক্ষা করার জন্য কিভাবে উদারভাবে পরিশ্রম করতে হয়। যিশু বলেন- "আমি এখন সব-কিছুই নতুন ক'রে তুলছি" *(প্রত্যাদেশ ২১:৫)*। এই গ্রহটির জন্য আমাদের ভাবনা-চিন্তা যেন আমাদের প্রত্যাশার আনন্দ বিনষ্ট করতে না পারে। সৃষ্টিকর্তা আমাদের মাঝে নিত্য উপস্থিত, কখনো পরিত্যাগ করেন না, একা ফেলে রেখে যান না। এই পৃথিবীতে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নতুন নতুন পথ ও পন্থা খুঁজে পাওয়ার জন্য তিনিই প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দান করছেন, আসুন ধ্যান-প্রার্থনায় তা শুনি ও এখনই কাজে সক্রিয় হই *(লাউদাতো সি ২৪৩-২৪৫)*। আমরা পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে দায়বদ্ধতা স্বীকার করি; দায়বদ্ধতার ভিত্তি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা।

ইতোমধ্যে অনেক ব্যক্তি, ডাইয়োসিস, সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মসংঘ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করছেন। আমাদের অর্জনসমূহ সমবেতভাবে সহভাগিতা করার পরিবেশ তৈরীর উদ্দেশ্যে 'লাউদাতো সি সপ্তাহ-২০২২' এর মূলভাবটি "শোনা এবং সাথে পথচলা" খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যার যার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সেবাকাজ আরো গতি পাবে। সত্যিকার অর্থেই ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডি ত্যাগ করে সুপরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য একসাথে কাজ করা অধিকতর কল্যাণকর হবে। অন্যথায় মাশুল দিতে হবে এখন না হোক অদূর ভবিষ্যতে। আমরা বিশ্বাস করি পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ মহান কিছু অর্জন সম্ভব হবে। ধরিত্রীর বুকে আনবে নতুন ছন্দ, জাগাবে নতুন আশা। আসুন, একসাথে, একত্রে 'লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম'এর উদ্যোগে আগামী ৭ বছর নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসমূহ অবিরত চালিয়ে যাই; 'আমরা সবুজ, আমরা সুন্দর' থাকি; আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ সুন্দর নির্মল পৃথিবী গড়ে তুলি। ***তাঁর প্রশংসা ও মহিমা হোক - লাউদাতো সি!***

বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি
রাজশাহী ডাইয়োসিস
সভাপতি, ন্যায় ও শান্তি কমিশন, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি
সেক্রেটারি
ন্যায় ও শান্তি কমিশন, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের ধ্যানে, মননে ও শিক্ষায় খ্রিস্টীয় আহ্বান

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা

এ বছর আমরা বিশ্ব আহ্বান দিবস পালন করতে ৮ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, পুনরুত্থান কালের ৪র্থ রবিবার, যা উত্তম মেষপালকের রবিবার নামে পরিচিত। প্রতিবছর বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় বিশেষ বাণী দিয়ে থাকেন যার মাধ্যমে তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, পিতাঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত মুক্তিদায়ী প্রেরণ কাজ, যা পুত্রঈশ্বর সম্পন্ন করেছেন, সেই প্রেরণ কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এখনও বিশ্বাসীভক্তদের বিশেষ জীবন আহ্বানে সাড়া দেওয়া দরকার। প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য এখনও প্রচুর মজুর দরকার। এ বছরের বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতার বাণী এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি। তাই মনে করলাম গত কয়েক বছর ধরে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস খ্রিস্টীয় আহ্বান সম্পর্কে সে সুচিন্তিত মতামত ও শিক্ষা দিয়েছেন, তাই নিয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি যেন সবাই মিলে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আবারো একটু অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত হতে পারি।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তা-চেতনায় আহ্বান মানে প্রেরণ কাজের জন্য পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হওয়া। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে ৫৪তম বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে দেওয়া তাঁর বাণীতে পোপ বলেন, "শিষ্য হওয়ার অর্থ হলো খ্রিস্টের প্রেরণ কাজে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করা। যিশু নিজেই নাজারেথের সমাজগৃহে প্রেরণ কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন দরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে, বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নব-দৃষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করতে *(দ্র: লুক: ৪:১৮-১৯)*। এটিই আমাদের প্রেরণ কাজের উদ্দেশ্য: পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া এবং বাণী প্রচারের জন্য ভাই বোনদের নিকট যাওয়া, তাদের জন্য পরিত্রাণের মাধ্যম হয়ে ওঠা" *(শান্তির বার্তা, ৩০তম বর্ষ; ২য় সংখ্যা)*।

পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষায় খ্রিস্টমণ্ডলী হলো আহ্বানের জননী। আহ্বান হচ্ছে ঐশ অনুগ্রহের একটি দান আর খ্রিস্টমণ্ডলী হচ্ছে দয়ার গৃহ। মণ্ডলী এমন একটি উর্বরা মাটি যেখানে নানা রকম আহ্বানের বীজ রোপিত হয়, যা ধীরে ধীরে পরিপক্ক হয় এবং ফল দান করে। পোপ ফান্সিস বলেন, "মণ্ডলীর অভ্যন্তরেই নানা রকম আহ্বান জন্ম নেয়। একটি আহ্বান যেই মুহূর্তে স্পষ্ট হওয়া শুরু করে সেই সময় থেকেই মণ্ডলী সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। কাউকেই একচেটিয়া ভাবে শুধুমাত্র কোন বিশেষ এলাকা, দল বা মাণ্ডলীক আন্দোলনের জন্য ডাকা হয় না; বরং পুরো মণ্ডলী ও জনগণের জন্যই ডাকা হয়" *(শান্তির বার্তা ২৯তম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০১৬, পৃ: ২)*।

পুণ্যপিতা বলেন, আহ্বান হলো ঈশ্বরের আনন্দময় জীবনের সঙ্গী হওয়ার ডাক। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে দেওয়া তাঁর বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ ফান্সিস বলেছিলেন- "ঈশ্বর অনবরত আমাদের সঙ্গে পথ চলেন। তিনি হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে বসবাসরত ঈশ্বর যিনি আমাদের ক্লেদাক্ত জীবনের সঙ্গে পথ চলেন। ভালবাসার জন্য আমাদের যে গভীর আকাঙ্ক্ষা তা তিনি জানেন আর তাই তিনি আহ্বান করেন তাঁর আনন্দময় জীবনের সঙ্গী হতে। প্রত্যেকটি আহ্বান, তা সে ব্যক্তিগত বা মণ্ডলীগত হোক; নিজস্ব বৈচিত্র্যতা ও স্বকীতায় তাঁর জীবনময় বাণী শোনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও জীবন যাপন করা দরকার; যা উর্ধ্বলোক থেকে আমরা শুনতে পাই" *(শান্তির বার্তা; ৩১তম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৮, পৃ: ২)*।

পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষায় আহ্বান হলো ঐশ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ঝুঁকি গ্রহণের সাহস অর্জন করা (The Caurage to take a risk for God's promise). যিশু তাঁর শিষ্যদের বড় বিষয়ে ঝুঁকি নিতে আহ্বান করে বলেছিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাদের করে তুলবো মানুষধরা জেলে" *(দ্র: মার্ক ১:১৭-১৮)*। প্রভুর আহবান শুনতে পাওয়া ও তাতে সঠিকভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রচুর সাহস, ত্যাগস্বীকার ও ঝুঁকি গ্রহণের মনোভাব থাকতে হয়। এজন্যই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব আহবান দিবস উপলক্ষে দেওয়া তাঁর বাণীতে পোপ ফ্রান্সিস যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "প্রভুর সাথে সাক্ষাতে কেউ হয়তো নিবেদিত বা ব্রতীয় জীবন এবং যাজকীয় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। এটি একটি আবিষ্কার যা একই সঙ্গে আমাদের অনুপ্রাণিত ও ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারে, যেহেতু মঙ্গলসমাচারের আলোকে মণ্ডলীর ঐশ জনগণ তথা আমাদের ভাই-বোনদের সেবার নিমিত্তে প্রত্যেকেই মানুষধরা জেলে হওয়ার জন্য আহূত। এটি এমনই এক আহ্বান যা জীবনের সব কিছু ছেড়ে প্রভুকে অনুসরণ করতে ও তাঁর সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে" *(সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, আহ্বান দিবস সংখ্যা, ১২-১৮ মে, ২০১৯, পৃ: ৮)*।

পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষায় আহ্বান হচ্ছে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে ব্যক্তিগত জীবনে সর্বদা ঈশ্বর প্রভুর উপস্থিতি অনুভব করা। আমাদের জীবন-নৌকার মাঝি স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট। তিনি আমাদের নিত্য সঙ্গী ও পথ প্রদর্শক। দুর্বল মানুষ হিসাবে আমরা যেহেতু নিজেরা সঠিক জীবন আহ্বান বেছে নিতে পারি না, তাই আহ্বানের ক্ষেত্রে সব সময় আমাদের তাঁরই উপর নির্ভর করতে হয়, যিনি হয়েছেন সবার জীবন নৌকার মাঝি। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব আহ্বান দিবসের বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছিলেন, "প্রত্যেক আহ্বান জন্ম নেয় সেই স্থির দৃষ্টির মধ্যে, যা দিয়ে প্রভু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং খুব সম্ভবত সেই দুঃসময়ে, যখন আমাদের জীবন নৌকা ঝড়ের কবলে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। আহবান, যা আমদের নিজস্ব বেছে নেওয়ার উর্ধ্বে- তাহলো আমাদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও প্রভুর ডাকে সাড়া দেওয়া। প্রভুর এই আহ্বান আবিষ্কার ও গ্রহণ করতে আমরা তখনি সক্ষম হই, যখন কৃতজ্ঞতায় আমাদের হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করি এবং ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বর প্রভুর বিচরণ অনুভব করি" *(শান্তির বার্তা, ৩৩তম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০, পৃ: ২৪)*।

২০২১ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফকে সকল আহ্বানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলে অভিহিত করেন এবং সবাইকে আহ্বান করেন তাঁর মতো উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের আহ্বান ও পরিকল্পনাকে আবিষ্কার করতে। তিনি বলেন, "প্রভুর ইচ্ছা হলো পিতামাতাদের হৃদয় সমূহকে নতুনভাবে গড়ে তোলা, এমন হৃদয় যা সর্বদা উন্মুক্ত, মহৎ উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম। এ হৃদয় জীবন উৎসর্গে উদার হস্ত, উদ্বিগ্নদের সান্ত্বনা দানে সহমর্মী এবং আশা দৃঢ়করণে অটল। এই বৈশ্বিক মহামারির দুঃখ দুর্দশার মধ্যে যাজকত্ব ও নিবেদিত জীবনে এই সমস্ত গুণাবলী খুবই প্রয়োজন" *(শান্তির বার্তা ৩৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০২১, পৃ: ২)*। তিনি আরো বলেন, "ঐশ আহ্বান প্রথম ধাপেই আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সামনের দিকে আগ্রসর হতে। শুধুমাত্র ঐশ অনুগ্রহের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে, নিজস্ব পরিকল্পনা ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে ঈশ্বরকে আমরা 'হ্যাঁ' বলতে

পারি। ঐশ পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে সাধু যোসেফ আমাদের জন্য এক অনন্য উদাহরণ। তিনি সক্রিয় গ্রহণীয় ব্যক্তি যিনি কখনো অনিচ্ছুক বা হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষ ছিলেন না" *(সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, আহ্বান দিবস সংখ্যা, ২৫ এপ্রিল- ১ মে, ২০২১, পৃ: ৫)*।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা ও বাণীর আলোকে আমরা প্রতিনিয়ত আলোকিত হই, প্রতিনিয়ত জীবন পথের দিক নির্দেশনা খুঁজে পাই এবং মণ্ডলীর প্রেরণ কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে আমরা অনুপ্রাণিত হই। বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে তাঁর যে ধ্যান, সুচিন্তিত শিক্ষা ও মতামত, তা যুগ যুগ ধরে আমাদের জন্য এক মহা সম্পদ হয়ে থাকবে৷৷ ৯০

জমি বিক্রয়

নাগরী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত ধনুন গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার মেইন রোড সংলগ্ন ৫ কাঠা (পাঁচ কাঠা) ভিটি জমি (বর্গাকার) বিক্রি করা হবে।

আগ্রহী ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুণ
০১৭১৩০০ ৮৫৬২

বিজ্ঞ/১৪০/২২

চরণ ধূলা

ছনি মজেছ

মন ভাঙ্গে - মন কান্দে ওরে, অন্তর আমার খালিরে;
দয়াল যিশু ডাকে আজো, চোখের জল মুছায়েরে।।
রাখিবো রাখিবো কিরে, দুদিনের এই পথ চলায়;
রইবে পড়ে সবই এথা' কেনো মিছে মন কাঁদায়।
সঁপে দেরে প্রাণ তোর, সঁপে দেরে মন ভোলায়;
মিলনেরে প্রশান্তি তোর, দয়াল যিশুর চরণ ধূলায়।
হা-পিত্যেশের এই জঙ্গল ফেলে .. চলরে
তাঁর পথে চল;
ফিরিসনে তুই পিছে আর .. দেখিসনে আর
কোনো ছল।
দয়াল যিশু ডাকছে তোরে, থাকিসনে আর হয়ে ঝড়;
দাঁড়ায়ে রহে প্রাণনাথ ওরে, ভবলীলা
এবার সাঙ্গ কর।
মন ভাঙ্গে - মন কান্দে ওরে, অন্তর আমার খালিরে;
দয়াল যিশু ডাকে আজো, চোখের জল মুছায়েরে।।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) ও পেনশন বেনিফিট স্কীম (PBS) মাস ঘোষণা ও লটারি প্রদান সংক্রান্ত

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী মে, ২০২২ (৪-৩১ মে, ২০২২) খ্রিস্টাব্দকে ঢাকা ক্রেডিটের পক্ষ থেকে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) ও পেনশন বেনিফিট স্কীম (PBS) মাস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মে মাসে যে সকল সদস্য মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) ইউজার হবেন এবং একই সাথে পেনশন বেনিফিট স্কীম (PBS) -এ হিসাব খোলবেন তাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে প্রথম পুরস্কার হিসেবে নগদ ১৫,০০০/- টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার নগদ ১০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার নগদ ৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হবে।

এছাড়াও এই সময় (মে মাস) যে সকল হিসাবধারী মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) ইউজার অথবা পেনশন বেনিফিট স্কীম (PBS) -এ হিসাব খোলবেন তাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে প্রথম পুরস্কার হিসেবে নগদ ১০,০০০/- টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার নগদ ৫,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার নগদ ৩,০০০/- টাকা প্রদান করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আগামী ২ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিতব্য সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এই লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রকাশ থাকে যে, যে সকল হিসাবের বিপরীতে পুরস্কার প্রদান করা হবে সে সকল হিসাবগুলো নূন্যতম ১ বছর চালু রাখা আবশ্যক।

সমিতির সম্মানিত সদস্যদের উপরোক্ত সুযোগ গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। একই সাথে উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৩৭/২২

দায়িত্ব নেয়ার ডাক: আহ্বান

ফাদার যোসেফ মুরমু

ঈশ্বর ভগবান মানব সন্তানকে বৈবাহিক ও সন্ন্যাসব্রত জীবন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত থাকতে বার বার ডেকেই যাচ্ছেন। এই উদ্দেশ্যটা সফলের জন্যে, ঈশ্বর ভগবানের ডাক শোনার জন্যে মানব সন্তানকে পরিবারে জন্মদান করেছেন। তিনি তাকে প্রাপ্ত বয়সে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশের নিমিত্তে বৈবাহিক ও সন্ন্যাসব্রত অবয়বে সমাসীন করিয়ে সর্বমঙ্গল সাধনে নিযুক্ত করেন। এই পরিচয় ফলপ্রসূ করতে মানবসন্তানকে চেতনায় জাগ্রত রাখেন। তবে, দু'টি পরিচয়ে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে মানুষকে ঈশ্বরের গোপন আহ্বান কান পেতে শুনতে হয়। তাঁরই নির্দেশে বৃহত্তর সংসারে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মানবসন্তান হয়ে, জীবনক্ষেত্র গড়ার আহ্বানে সম্মতি প্রকাশ করে দায়িত্ব নিতে এগুতে হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা, সংসারে মানব সন্তান এ দু'টি পরিচয়ের সাথে ওতপ্রোতোভাবে যুক্ত থাকবে, দিনকাল অতিবাহিত করবে এবং অর্পিত দায়িত্ব সফল করবে। এভাবে মানব সন্তান পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে মানবমঙ্গল সাধনায় নির্লিপ্ত হয়েই থাকবে, সমাজ ও মণ্ডলী প্রত্যাশা করে।

সংসারে নর-নারীর জন্যে বিবাহ ও যাজকবরণ সংস্কার থেকে ঐশ ও জৈবিক আহ্বান আসে। ঐ দুটি সংস্কার থেকে মানবসন্তানকে সামাজিক ও মাণ্ডলীক কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে হয়। বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঐ দুই পরিচিতির মধ্যে রয়েছে সংসারের অন্যতম বাস্তব চিত্র। চিত্রটি হল **"পরিবার"**; এখান থেকে ঈশ্বর নর-নারীকে নতুন জীবনের অধ্যায় আরম্ভ করতে আহ্বান করেন। ঈশ্বর নিজের পরিকল্পনার ভিতর থেকে মানবসন্তানদ্বয়কে (নর-নারী) বৈবাহিক জীবন ব্যবস্থায় ইতিমধ্যে সংযুক্ত করেছিলেন। তাই এক সময় ঈশ্বর ঐক্য জীবনের জন্যে তাকে ডেকে বলেছিলেন, "...তারা আর দু'জন নয়, তারা একদেহ!... *(মথি ১৯:৩-৬)*। ঈশ্বরের ঐ আদেশবাণী মেনে তারা তখন বৈবাহিক জীবন অধিকারী হয়েছিলেন এবং এখন তা চলমান রয়েছে। বর্তমান যুগপ্রয়োজনকে সামগ্রীক জীবনধারায় প্রতিষ্ঠার জন্যে মণ্ডলীর পালক-যাজক ও সমাজপ্রধান, উভয় মিলে মানবসন্তানদ্বয়কে (নর-নারী) পবিত্র 'গির্জায়' উপাসনিক ক্রিয়ায় বিবাহবন্ধন- তথা পরস্পরের প্রতিজ্ঞা, আংটি গ্রহণ এবং সম্মতি গ্রহণ করতে সহায়তা দান করেন। এভাবেই মানবসন্তানদ্বয় (নর-নারী) এক হয়ে স্বামী-স্ত্রী স্বরূপে আখ্যায়িত হন। বিবাহের সংকল্পব্রত গ্রহণ করে তারা বৈবাহিক আহ্বানকে সম্মানিত করেন এবং ঈশ্বরের আহ্বানকে পরিপূর্ণতা দেয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

পরবর্তী সময়ে স্বামী-স্ত্রী, সংসার গঠনের ধারক ও বাহক হন এবং সন্তানের পিতা-মাতা হওয়ার অধিকারে আসীন হন। এই সম্মানিত পরিচয়ে টিকে থেকে তারা বৈবাহিক জীবনযাত্রাপথে সামাজিক নানান জটিলতার মাঝেও, বৈবাহিক স্বীকৃতি সম্পাদন করতে সংকল্পবদ্ধ, এটি তাদের বিবাহ সংস্কারের চূড়ান্ত সংকল্প। তাদের বৈবাহিক নাম-পরিচয়, শুধুমাত্র নিজ পরিবারের ঘরে আবদ্ধ নয়, বরং চারপার্শ্বে যে বিবাহিত নর-নারী রয়েছেন তাদের সাথেও নিবিড়ভাবে যুক্ত, কারণ তারাও ঐশ আহ্বান থেকে পরিবার দাঁড় করাতে পারছেন, স্বামী-স্ত্রী থেকে পিতা-মাতা হচ্ছেন, তাই এ পরিচয়ের সফলতা আনয়নে সহায়ক সাথী তারা। বৈবাহিক বা বিবাহিত জীবনাহ্বানে সাড়া দিয়ে, সমাজস্বীকৃত সন্তান লাভে পিতা-মাতা হয়েছেন বলে ঈশ্বর এমন স্বরূপে রূপান্তর করে তাঁর সৃষ্টিকর্মে সহযোগি জন্মদান কর্মী করে জগতে প্রেরণ করেছেন ও প্রেরণকর্ম করেই যাচ্ছেন তিনি। নিজেদের গণ্ডির বাইরেও ঈশ্বর আরো বাড়তি আহ্বান দিয়েছেন স্বামী-স্ত্রীকে, যেন অন্যদেরও আগত দিনের মাতৃত্ব-পিতৃত্ব অধিকার ও দায়িত্বে অংশগ্রহণে চেতনা দেন। অন্যকেও এই আহ্বানের অধিন্যস্ত বৈবাহিক জীবন ব্যবস্থায় অংশ নিতে তাগিদ দেয়, যাতে তারা, পিতা-মাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারেন। ফলে ওরা জানবেন সংস্কার জীবন গড়ে তোলা ঈশ্বরের এটি অদৃশ্য আহ্বান।

স্বামী-স্ত্রীকে ঈশ্বর ভগবান সন্তানের পিতা-মাতা হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সন্তানকে সুষ্ঠু ও সবল মানুষ করার জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। সবগুণাগুণ মিলে তাদের বৈবাহিক শপথ সফলতা পাবে এবং আঁচলের সন্তানকে সমাজের যোগ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শিশুকাল থেকে সংসারি হওয়ার আগমুহূর্তের প্রতিটি স্তরে বির্নিমাণ কাজে অগ্রসর হবে। সন্তানের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক ক্রমবিকাশ প্রতিবিধানে তৎপর হবেন, দৃষ্টি রাখবেন সন্তান সমাজে উন্নত ব্যক্তিত্বের যোগ্যতায় অবির্ভূত হওয়া পর্যন্ত। স্বামী-স্ত্রীর কাছে এমন আহ্বান ঝুকিপূর্ণ মনে হলেও, গুরুত্বপূর্ণ এ জন্যে যে, তাদের সন্তানকে সুষ্ঠু মানুষ করে গড়ে তোলার কাজে যেমন অর্থ-কড়ি প্রয়োজন, তেমনি পরিপক্ক আদর যত্ন প্রয়োজন। মুখের কথায় বা কাল্পনিক ফর্দছকে তাকে সাংসারিক প্লাটফর্মে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব না। ঈশ্বর তো তাদের বিবাহ সংস্কার মন্ত্রে এই দায়িত্ব ও চেতনা দিয়েছেন যে, সংসার করতে হবে সমস্ত মন-প্রাণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ও কায়িক পরিশ্রম দিয়ে, যাতে সন্তান ভবিষ্যতে নৈতিক মনোভাবাপন্ন মানুষ হয় এবং স্বামী-স্ত্রী ও পিতা-মাতা রূপে গঠিত হয়।

ঈশ্বর বিধাতা খ্রিস্টমণ্ডলীকে জনমুখি করার জন্য স্বামী-স্ত্রীকে আরো বাড়তি দায়িত্ব পালনের আহ্বান দিয়েছেন, তা হল, তাদের কোন এক সন্তানকে মণ্ডলীতে উৎসর্গ করা। ঐ সন্তান মাণ্ডলীক দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্ববর্ণ মানুষের ঘরে ঘরে,'খ্রিস্টের বাণী পৌছে দিয়ে আসবে, দীক্ষাস্নান প্রদানে খ্রিস্টের অনুসারী করবে। পবিত্র বাইবেলে দেখা যায়, পিতা-মাতা বা মা একাই সন্তানকে মন্দিরে যাজকের হাতে উৎসর্গ করে এসেছিলেন। যিশুকেও যোসেফ-মারীয়া জেরুসালেম মন্দিরে সিমেয়োনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন *(লুক ২:২২-৩৫)*। সেই একই নিয়মে আজ মণ্ডলীতে দীক্ষাস্নানের দিনে পিতা-মাতা শিশুকে উৎসর্গ করছেন পুরোহিতের মাধ্যমে, তবে ঐ শিশু পিতা-মাতার সঙ্গে থেকে যাচ্ছে। তাদের হেফাজতে রেখে ভাল মানুষ করে গড়ে তোলার উদ্দেশে। নিশ্চয়, একদিন সেই সন্তান, ঈশ্বরের নির্দেশে আধ্যাত্মিক কাজে যুক্ত হবে অথবা সাংসারিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। প্রকৃত অর্থে দুটিই মানব মঙ্গলের জন্যে নিবেদিত। এ কাজে সহায়তা দেয়া পিতা-মাতার আপন দায়িত্ব।

সুতরাং, স্বামী-স্ত্রী তথা পিতা-মাতা কিন্তু মাণ্ডলীক ও সাংসারিক আহ্বানে ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বস্ত থাকার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন, সকলকে নিয়ে সুন্দর জীবনযাত্রা পরিচালিত করেন। বিবাহ আহ্বান পেয়ে এবং বিবাহ সংস্কারের কারণে স্বামী-স্ত্রী হয়েছেন, সংসারে দিনযাপনে পিতা-মাতা হয়েছেন। ঈশ্বরের মহান এই আহ্বান সংসার ও মণ্ডলীর জীবনযাপনে কার্যকরি করে তোলা ও সক্রিয় রাখা তাদের আবশ্যক কর্তব্য। সেই কর্তব্য থেকে তারা এই আহ্বান বাস্তবায়ন করতে কৃপণতা করতে পারবেন না, কেননা সংসার ও মণ্ডলী তাদের কাছ থেকে জীবনের অন্যসব আহ্বান সম্পাদন করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। তারা এ আহ্বান অবহেলা না করে, বরং তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় যত্ন করাটাই বিধেয়কর্ম। তবে দু'ই আহ্বানই সাংসারিক ভাবনা পরিকল্পনা ও প্রয়োজনের কারণে বাধা গ্রস্ত হবে,এটিই স্বাভাবিক। তারপরেও তাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, পিতা-মাতার অন্তর গহিনে ঈশ্বর ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার ঐশবীজ বপন করেই রেখেছেন সেই মানবজন্ম লগ্নেতেই। তা সত্য করে তোলা তাদের পবিত্র কর্ম॥

মায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসা

সিস্টার মমতা ভূঁইয়া এসসি

প্রতিটি নারী বা মায়ের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে বিশ্ব 'মা' দিবসে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। পরিবারে ও ব্যক্তিজীবনে মায়ের কোন বিকল্প নেই। যে পরিবারে মা নেই, যে সন্তান মা-হীন তারাই বোঝেন মায়ের মর্ম। মা দিবসের তাৎপর্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে একজন মায়ের দায়িত্ব কর্তব্য ও তার নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা বলে শেষ করতে পারবো না। সন্তান জন্মদান, লালন-পালন ও শিক্ষা দান থেকে শুরু করে একটি পরিবারের যাবতীয় কাজ মাকেই করতে হয়। একটি আদর্শ পরিবারে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ যেমন: প্রার্থনাশীলতা, বিশ্বাস, গুরুজনদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, ত্যাগ ইত্যাদি গুণাবলীগুলো সন্তানেরা মায়ের কাছ থেকে শিখে থাকে। এক কথায়, সন্তানের মানবিকতা বিকাশে পথ-প্রদর্শক হলেন মা। অপর দিকে মায়ের অবহেলার কারণে পরিবারিক শিক্ষা ব্যহত হয় আবার অনেক পরিবারে মায়ের সঙ্গে সন্তানের দূরত্বের কারণে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বিঘ্নিত হয়। ফলে সন্তানেরা বিপথে পা বাড়ায়।

মায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসার তুলনা হয় না বা কোন কিছুর বিনিময়ে পরিমাপ করা যায় না। একজন নিঃস্বার্থ মা-ই সন্তানের দুঃখে কাঁদেন, অসুখ-বিসুখ, রোগ-শোকে দিন রাত সেবা দেন, হতাশায়-নিরাশায় সর্বদা পাশে থাকেন, কখনো দূরে সরে যান না। মা হচ্ছে সন্তানের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। বিপদের সময় কেউ পাশে না থাকলেও মা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্তানের পাশে অবস্থান করেন। মা জীবন দিয়ে হলেও সন্তানের মনোবাসনা পূরণ করেন। একজন মা-ই সন্তানের পাশে থেকে হাঁটতে শেখান, বলতে, পড়তে ও লিখতে শেখান। সন্তান বড় হওয়ার পিছনে মায়ের ভূমিকাই বেশী। আসলে সন্তান বড় হওয়ার সাধনা, দুঃখ ও আনন্দের ঠিকানা হলেন মা। নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে তিনি সন্তানকে মানুষ করেন ফলে সন্তান পায় নতুন জীবন। মা এমনই এক ব্যক্তিত্ব সন্তানের কোন আবহেলা চোখে দেখেন না বরং যে বেশী দুষ্ট তাকে বেশী ভালবাসেন। সে জীবনে কিভাবে সফল হতে পারে তার দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। সন্তানের ভালোর জন্য একজন নিঃস্বার্থ মা নিজের জীবন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। মায়ের দুধের দামও তার সন্তান কোন দিন শোধ করতে পারবে না। একজন আদর্শ মা সন্তানকে ধর্মীয় চেতনায় খাঁটি মানুষ করার কাজে নিজের সকল চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দেন। সন্তানের নিরাপত্তা ও সুস্থ পরিবেশ তৈরীতে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া সন্তানের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠু রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এক কথায় আমরা বলতে পারি একজন আদর্শ মা, সন্তানের গৃহ-শিক্ষক, বন্ধু ও জীবন গঠনদাতা। জীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মা সন্তানের পথ চলার পাথেয় হয়ে থাকেন। সন্তানেরা মাকে অবহেলা করতে পারে কিন্তু মা সন্তানের সহজ ও কঠিন জীবন পথের সহযাত্রী। মা হলেন সন্তানের জীবনের চাবিকাঠি স্বরূপ। মায়ের সাথে সন্তানের নাড়ীর সম্পর্ক। সন্তান হলো মায়ের নাড়ীছেড়া সম্পদ। তাই সন্তান যত বড় অন্যায় করুক না কেন মায়ের কাছে সে অন্যায় খুব সামান্যই। কোন কারণে সন্তান কষ্টে থাকলে নাড়ীর টানে মা তা অনুভব করতে পারে।

আমার দেখা এক স্বার্থত্যাগী মা, যে নাকি মাত্র ৩০০০/- টাকা বেতনে কোন এক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তার দু'সন্তান, ঘরে নেশাখোর স্বামী। খুব কষ্টে সংসার চালান তিনি। দিনে কোনদিন দু'বার বা একবার রান্না করেন। স্বামী সন্তানের চাহিদা মিটিয়ে যা থাকে নিজে খান। স্বামী সন্তানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। কাজ করে যে টাকা পান তাও কেড়ে নেন স্বামী, দিতে অস্বীকার করলে নির্যাতনের স্বীকার হতে হয় তাকে। এভাবে অভাব-অনটন, দুঃখে-কষ্টে দু'সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বেঁচে আছে সে স্বার্থত্যাগী মা। তার স্বপ্ন, যত কষ্ট হোক না কেন, তিনি দু'সন্তানকে মানুষ করবেন।

আজ মায়ের, সন্তান ও পরিবারের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা, ত্যাগস্বীকার ও বিরামহীন পরিশ্রমের জন্য তার প্রশংসা কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন। প্রতিটি সন্তানেরই মায়ের প্রতি ভালোবাসা নবায়নের দিন। পরিবারে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও অবদান অনুভবের দিন। বিশ্ব 'মা' দিবসে বিশ্বের সকল মায়ের মাতৃত্বকে সম্মান জানানো বিশেষ দিন। আজকের শুভ দিনে আমাদের অঙ্গীকার হবে মাকে সম্মান জানানো, তার আত্ম-ত্যাগকে স্বীকৃতি ও যত্ন লওয়া। তবেই 'মা' দিবস সার্থক ও তৎপর্যপূর্ণ হবে॥

সেদিন দেখা হয়েছিল

নিভৃতি রংদী

কত প্রহর গুনেছি, কত রজনী পেরিয়েছি
তোমার কথা ভেবে,
তোমাকে দেখার আশায়।
প্রায় ছয়টি বছর হলো তোমায় দেখিনি,
তোমার সাথে কথা হয়নি
আজ সেই প্রহর শেষ হলো,
সেই প্রতীক্ষার তিতির।
যখন তোমাকে সাদা শাড়ি ক্রিম পাড় আর
কাঁধে কালো ব্যাগ, হাতে কফি নিয়ে
উন্মাদ হাসিতে দেখলাম,
আমি তখন অপরাহ্নে দক্ষিণের জানালায়
দাঁড়িয়েছিলাম,
বসন্তের মৃদু বাতাসে তোমার
শাড়ির আঁচল উড়ছিল।
আমি যেভাবে তোমাকে দেখার কল্পনা
এঁকেছিলাম
তুমি যেন আমার সেই কল্পনার মত করেই
আমার বাস্তবে এসেছ।
আমি চেয়েছিলাম তোমাকে একবার দেখবো,
দুচোখ ভরে দেখব
কিন্তু কাছে থেকে নয়-
তোমার দৃষ্টির আড়াল থেকে।
আজ আমার কল্পনা বাস্তব রূপ পেয়েছে
কিন্তু তোমার আর আমার মধ্যে
কোন কথা হয়নি
হয়নি চোখে চোখ রাখা, ঝগড়া করা,
অভিমান করা–
জানি এগুলো আর হবেনা,
কোনোদিন হয়ত আর দেখাও হবেনা
তবে তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।
এখন তোমার আর আমার পথ আলাদা তবে
গন্তব্য একই
সেদিন তুমি আমার পাশের বাড়ির উঠোনে
দীর্ঘ সময় ধরে ছিলে
অথচ একবার বুঝতে পারোনি আমি তোমার
খুব কাছেই ছিলাম
তবে কি বুঝে নিবো আমি তোমার কাছে
এখন অচেনা?

অমূল্য সম্পদঃ মা

দুলেন্দ্র ড্যানিয়েল গমেজ

"মা" শব্দটি ছোট হলেও এর বিশালতা ব্যাপক। "মা" শব্দটি সত্যি মহান। এই "মা" শব্দটির মাঝে লুকিয়ে আছে ভালবাসা, আবেগ, মমতা, আদর ও মাতৃত্ব। পৃথিবীতে অকৃত্রিম খাঁটি বা অলৌকিক যদি কোন শব্দ থাকে তবে তা হলো "মা"। সন্তানের জীবনে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। সন্তান সর্বপ্রথম এই "মা" শব্দটিই শেখে। তাহলে আমাদের

জীবনে সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ হচ্ছে মা। যার কোনো বিকল্প নেই। নেই কোন পরিমাপক ও পরিবর্তন। তাই কাব্যিক ভাষায় বলা যায়,

"মা কথাটি ছোট অতি, কিন্তু জেনো ভাই, ইহার চেয়ে নাম যে মধুর ত্রি-ভুবনে নাই"।

মা ও সন্তানের সম্পর্ক শাশ্বত ও অবিচ্ছেদ্য। কারণ মা আমাদের ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধারণ করে আগলে রাখেন। রক্ষা করেন এই রূঢ় পৃথিবীর সকল মন্দ ছোবল থেকে। প্রকৃতপক্ষে মা নিজের জীবনের চেয়ে সন্তানের জীবনের মূল্য বেশী দেন। মা সবসময় সন্তানের সুখের চিন্তায় নিজের সুখ-আহ্লাদ ও আরাম-আয়েশ নিশর্তে ত্যাগ করেন। মা তিলে তিলে নিজের জীবনকে নিঃশেষ করে সন্তানকে বড় করে তোলেন। সন্তানের প্রতি মায়ের যে মায়া-মমতা, তা স্বর্গীয়। মায়ের কাছে প্রতিটি সন্তান সমান। মা মনে করেন সন্তান ছাড়া তিনি অচল। তাই মায়ের কাছে সন্তানই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপহার ও অমূল্য সম্পদ।

"মা" আমার জীবনে এক অজানা রহস্য, শক্তির আধার ও ভালোবাসার উৎস। একজন মা সন্তানের কাছে কখনো অভিভাবক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও অকৃত্রিম বন্ধু। অন্যদিকে সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ। আমরা যখন মায়ের কাছে থাকি তখন মাকে উপলব্ধি করিনা কিন্তু আমরা যখন তার কাছ থেকে দূরে থাকি তখন তার গুরুত্ব হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করি।

আমি যখন বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা সেমিনারীতে প্রবেশ করি তখন থেকে মায়ের ভালোবাসা, স্পর্শ, মায়ের কণ্ঠ এমনকি মায়ের গন্ধ আমি প্রতিদিন অনুভব করতাম। সেদিন থেকে আমার হৃদয়ের কোনে মায়ের অভাব চিন চিন করে ওঠে। সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম মায়ের ভালোবাসা ও মমতামাখানো স্পর্শ। মায়ের কথা মনে হলে খুবই কষ্ট পেতাম। মায়ের একখানা ছবি বুকে নিয়ে প্রতি রাতে ঘুমিয়ে পরতাম। যখন অসুস্থ হতাম তখন হাড়ে হাড়ে মায়ের স্পর্শের গুরুত্ব অনুভব করতাম। মনে মনে বলতাম অসুস্থ শরীরে মায়ের স্পর্শ কত যে আরামদায়ক তা বলাই বাহুল্য। সত্যিই পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান ও অকৃত্রিম বন্ধু হচ্ছে মা। মা সকল সন্তানের জীবনেই অমূল্য সম্পদ। মা-ই হলেন সন্তানের সবচেয়ে আপনজন। আমরা যদি আমাদের স্বর্গীয় মায়ের দিকে তাকাই তখন আমরা আমাদের জীবনে মায়ের ভূমিকা আরো গভীর ভাবে বুঝতে পারি। গভর্ধারিণী মা আমাদের নিয়ে যেমন ভীষণভাবে চিন্তা করেন ও স্নেহ ভালোবাসায় আগলে রাখেন, তেমনি স্বর্গীয় মাও আমাদের গভীরভাবে ভালোবাসেন। মা-মারীয়া আমাদের জগৎমাতা, বিশ্বজননী ও করুণাময়ী মা। তিনি সকল মায়ের আদর্শ। তিনি আমাদের সুখে-দুঃখে একমাত্র সহায় ও আশ্রয়। "মে" মাস আমাদেরকে সাহায্য করে মায়ের গুরুত্ব আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য। তাই আমরা যেন জন্মদাত্রী মায়ের পাশাপাশি স্বর্গীয় মাকে স্মরণে রাখি। জীবনের সর্বাবস্থায় মায়ের প্রতি থাকতে হবে আনুগত্য ও আত্মসমর্পিত।

আজ বিশ্ব মা দিবসে সকল মাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই। মায়ের গুরুত্ব আমরা যেন জীবনে আরো গভীর ভাবে বুঝতে পারি। প্রত্যেক সন্তান যেন তাদের জীবনের মূল শিকড় মাকে যত্ন ও ভালোবাসায় আগলে রাখেন। পৃথিবীর সকল মায়ের কল্যাণ, সুখ এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি। পরিশেষে বলতে চাই-

My mother is a demy-goddess to me
I know a face, a lovely face. So, full of beauty,
as of grace.
The fact that could compare to no other
That lovely lady is my mother.

নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা), ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
রেজিঃ নং- ৩৭/৮৭, ০৭/০১, ১০/০৪ ও ২০/১৪
ফোনঃ ০২-৪৮১১৪৬৮৫, ০১৬৮০-৯৩০৮৭০।
ই-মেইল: npcssl.dhk@gmail.com

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

তারিখঃ ২০ মে ২০২২ খ্রীঃ রোজঃ শুক্রবার
সময়ঃ সকাল ৯:৩০ মিঃ
স্থানঃ তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

এতদ্বারা "নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ" এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০/০৫/২০২২ খ্রীঃ, রোজ শুক্রবার, সকাল ৯:৩০ মিনিটে তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা সমিতির ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয় পত্র/ পাশ বই এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে-

গ্ল্যান নিউটন গোনসালভেছ
প্রেসিডেন্ট
নোঃ প্রঃ খ্রীঃ সঃ সঃ লিঃ

জুলিয়েন গোনসালভেছ
সেক্রেটারি
নোঃ প্রঃ খ্রীঃ সঃ সঃ লিঃ

বিজ্ঞ/১৩৫/২২

ভালবাসার মানুষ "মা"

সিস্টার সম্পা গমেজ সিআইসি

নীল আকাশের বুক থেকে সূর্য যখন মিলিয়ে যায়, পাখিরা তখন তাদের নীড়ে ফিরে আসে, তেমনিভাবে আজ এই মাদারসডে উপলক্ষে ক্ষুদ্র বাতাসের ন্যায় বাগানের ফুলগুলোর সুবাস যেন অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ভালবাসার মানুষ এগিয়ে এসেছে সেই হল

প্রিয় মা,

হ্যালো মা, কেমন আছো নিশ্চয় ভালো আছো। আজ যে তোমার জন্য বিশেষ দিন। প্রণাম পাওয়ার দিন। কেননা তুমি আমার চার পাশে থেকে স্নেহের ও যত্নের হাত রেখে আমায় কখনো কোন কষ্ট পেতে দাও নি চেয়েছো আমি যেন সব সময় ভালো থাকি। হ্যাঁ মা আমি ভালো আছি। পৃথিবীর কাছে যেমন সূর্যের প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি আমার কাছে তোমার প্রয়োজন আছে। তোমার আশীর্বাদের হাত এই ভাবে রেখে দিও। লাভ ইউ মা।

তুমি ভুলে যাওনা, ছেড়েও যাওনা, তোমার তুলনা নাই, দূর থেকে ছবি দেখি আর বলে থাকি তুমি কত কষ্টে চোখের জলে তোমার সন্তানদের মানুষ করে গড়ে তুলেছো তাই তোমাকে শত কোটি প্রণাম জানাই। হ্যাপি মাদারস ডে। জানো মা কবিতার ভাষায় তোমাকে বলি তোমার কষ্টের কথা -

চোখের জল

জানি সব কিছুরই নাই অর্থ
এরই মাঝে চোখের জলে
মানুষের রচে জীবনের পদ্য ।
যদিও চেখের জলে হয়না বর্ণ
তবুও এতেই নিহিত আছে
মানুষের অন্তরের কিছু কথ্য ।
যদিও কখনো একের কান্না
অন্যের জন্য বহায় আনন্দের বন্যা
তবুও মানুষ মনকে শান্ত করতে
ঝরায় চোখের কান্না।
যদিও কেউ কাঁদে সুখে
কেউ কাঁদে দুঃখে, তবুও কান্নার শেষে
মানুষ পায় আশা, অবশেষে থাকে
কান্নার সাথে জড়িত কিছু বায়না
তবুও মানুষ কান্নাকেই মনে করে
জীবনের বহুমূল্য গয়না।

তাই সবে মিলে এসো মাকে যেন কষ্ট না দিয়ে থাকি, মায়ের মত শক্তিশালী কেউ হতে পারে না, আর কষ্ট দিলে জীবনে সুখী হওয়া যায়না। সকল মায়েদের প্রতি রইল মা দিবসের শুভেচ্ছা। হ্যাপি মাদারস ডে॥

"মরণ সে তো শেষ নয়, ভক্ত প্রাণের নেইতো ক্ষয়। জীবন যাদের পুণ্যে ভরা সবার তরে মরে যারা, উদ্ধার প্রাণের বিনিময়ে তাঁরাই বেঁচে রয়"

প্রয়াত বার্ণার্ড গমেজ
আগমন: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ৪ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সবিতা আগ্নেস কস্তা
আগমন: ৮ জানুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৬ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় বাবা ও মা,

নিয়তির বর্ষ পরিক্রমায় তোমাদের চিরবিদায়ের দিনটি প্রতিবছর এসে হাজির হয় আমাদের দ্বার প্রান্তে, হৃদয় গভীরে আরো বেশি করে অনুভব করি তোমাদের অনুপস্থিতির নিষ্ঠুর শূণ্যতা। হাজারো মানুষের ভিড়ে আজও খুঁজি তোমাদের সেই আগলে রাখা ভালোবাসাপূর্ণ মুখগুলো। প্রতিদিন ভোর হয়, জেগে উঠি সবাই কিন্তু তোমাদের তো আর জাগাতে পারলাম না! অনন্ত ঘুম তোমাদের সঙ্গী হলো। আমাদের জীবনে তোমরা ছিলে বটবৃক্ষের ছায়া, নিরাপদ আশ্রয়স্থল, জীবনাদর্শের উৎস, ভালোবাসার খনি। মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, অনন্ত জীবনে প্রবেশদ্বার মাত্র, স্বর্গ থেকে আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ করো, যেন তোমাদের রেখে যাওয়া খ্রিস্ট-বিশ্বাস, ভালোবাসা ও জীবনাদর্শে নিত্যদিন পথ চলতে পারি। পুনরুত্থানের আনন্দে অনন্তকাল পরম শান্তিতে থেকো পরম পিতার কোলে। আদর্শে, বিনম্র শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় বেঁচে থেকো আমাদের সকলের হৃদয় মন্দিরে চিরকাল।

তোমাদের রেখে যাওয়া শোকাহত–

ফুলমতি-রাণী-ফা: তপন-রিপন-রুণা, সি: রোজেন SMRA, চন্দন-লাকী-নিশীতা-নীলা, রঞ্জন-মমতা-কলিন্স-প্রিয়াংকা, ব্রাদার নির্মল CSC, কল্পনা-স্বপন-পুঁজা-কেয়া-কান্তা, লিটন-নীলা-অন্তর-জয়িতা এবং অপরাপর আত্মীয়, প্রতিবেশি, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষি সকলে

বিজ্ঞ/১৩৯/২২

পরসেবায় ব্রতী যারা

সিস্টার মেরী প্রফুল্ল এসএমআরএ

"জীবে প্রেম করে যে জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর।" সেবার অর্থ অনেক ব্যাপক। প্রকৃত সেবায় রয়েছে ভালবাসা, দরদ, অনুকম্পা আর পরার্থপরতা, যেখানে নেই স্বার্থ, সুখ-সুবিধা, আরাম-আয়াস। এই সেবার ব্রতে ব্রতী হয়েছে নার্স অর্থাৎ সেবিকা ভগিনীগণ যারা বিভিন্ন হাসপাতালে, ক্লিনিকে অবিরাম নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আজ কিন্তু আমি তাদের কাছে কোন নতুন বাণী নিয়ে আসিনি। তবে পুরাণ কথাই নতুন করে শোনাতে এবং তাদের পরিচয়ে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এসেছি। এসেছি তাদের প্রতিপালিকা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আদর্শে নিজেদের সুগঠিত করার অনুপ্রেরণা নিয়ে।

সেবিকা বোনেরা কি কখনও ভেবে দেখেছে তারা কে? তারা তো বাংলাদেশের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। তারা তো ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের উত্তরসূরী। তাদের প্রতিপালিকা, তাদের অনুপ্রেরণা, তাদের আদর্শ হলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। তাই সেবিকা বোনদের প্রতি প্রশ্ন তারা কি পারবে তাদের প্রতিপালিকার আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে? তারা তা পারবে এ বিশ্বাস ধরে শুধু শুধু লোক ভুলানোর তো কোন মানে হয় না। বিবেককে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। না, তারা তা করবে না। বাস্তবিক কি মহৎ কাজ, কত মূল্যবান তাদের সেবা। তাই তো দেখতে পাই রোগীরা কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা নিয়ে তাদের পথপানে চেয়ে থাকে। তারা যে আশ্চর্য নিরাময়কারী। ঔষধের চেয়েও শক্তিশালী তাদের নিরাময় ক্ষমতা। কিন্তু শর্ত আছে তারা যদি তাদের আদর্শে স্থির, কর্তব্যে ধীর এবং সেবাদানে নিঃস্বার্থ থাকে, তবে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারবে। তাই বলি তারা যেন তাদের মধুক্ষরা কথা দ্বারা শোকার্ত রোগীদের মনে শান্ত্বনার প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। তাদের কোমল হস্তের প্রেমপূর্ণ সেবা দ্বারা হতাশাগ্রস্তপীড়িতের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে। তাদের সহাস্য অভিবাদন দ্বারা ব্যথিতের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে। তাদের সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা পীড়িতদের জীবনকে অমিয় মাধুরীতে ভরিয়ে তোলে। বন্ধু-বান্ধব, ভগ্নিসম, মাতৃ সম তাদের উপস্থিতি যেন মৃতপ্রায় রোগীর জীবনে দান করে মৃত সঞ্জিবনী সুধা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই সেবিকা বোনদের সম্পর্কে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মনোভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তখন এক সময় তিনি ট্রেন্স অর্থাৎ বাংকারে অবস্থান করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন নার্স অর্থাৎ সেবিকা ভগ্নীগণ আহত ব্যক্তিদের সেবা করছে। জানি না কেন তার মনের অভিব্যক্তি ছিল এরূপ "নার্সগুলোকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি নে। নারী যদি ভালবেসে সেবা না করে, সে সেবা আমি গ্রহণ করবো কেন?" আজ নার্স হিসেবে বোনদের নিজেদের মূল্যায়ণ করতে হবে কবির এ মনোভাবের মধ্যে কতটা সত্যতা ছিল। যাই হোক কবির এ মনোভাব বিশ্লেষণ করলে এর মমার্থ দাঁড়ায় নার্সদের সেবার মধ্যে যেন আন্তরিক ভালবাসাই প্রকাশ পায়। তাদের সেবাব্রত যেন পেশা না হয়ে নেশাই হয়। তাই বলছি সেবিকা বোনেরা যেন তাদের প্রতিপালিকা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের পুত আদর্শকে স্বার্থের বিনিময়ে কালিমালিপ্ত না করে। পেশা নয়, নেশাগ্রস্ত করে তোলে তাদের মহান সেবাব্রতকে। দিকে দিকে যেন বিচ্ছুরিত হয় তাদের সেবাকাজের উজ্জ্বলতা। সেবাকাজে তাদের প্রেমের অণির্বান অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ুক দেশ হতে দেশান্তরে। বিশ্বভুবন উপলব্ধি করুক তাদের নিঃস্বার্থ সেবার মোহিনী শক্তিকে, মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখুক তাদের সীমাহীন ধৈর্য ও অনাবিল প্রেমের আদর্শকে। প্রতিটি হাসপাতাল ও সেবাকেন্দ্র হয়ে উঠুক এক একটি আশা ও ভালবাসার নীড় এবং শান্তি নিকেতন। তাদের প্রেমের নিশান সেবালয়ের চূড়ায় চূড়ায় ঘোষণা করুক তাদের প্রেম-কীর্তিগাঁথা। সেবিকা দিবসে সেবিকাদের প্রতি এই আমার আশীস বাণী। পরিশেষে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় লিখিত "চিতা বহ্নিমান" গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে তাদের আশীর্বাদ জানাতে চাই।

আশীর্বাদ করি "তোমরা ধরত্রীর মত সহিষ্ণু হও, আকাশের মত উদার হও, সূর্যালোকের মত পবিত্র থাক" সাম্প্রতিক কালে কোলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা হলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। তার সেবার মধ্যে কোন ভেজাল নেই, নিঃস্বার্থ সেবার এক উজ্জ্বল আদর্শ। আরাম-আয়াস, বিশ্রাম, নিদ্রা ভুলে গিয়ে তিনি বস্তিতে বস্তিতে, অলিতে-গলিতে, ফুটপাথে অবাঞ্চিত, অবহেলিত, পরিত্যাক্ত শিশু, কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ অসুস্থ ব্যক্তিদের পরম করুণাভরে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, কোলে তুলে নিয়েছেন। সাধ্যানুসারে তাদের সেবা করে আরোগ্য করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। "আমি তৃষ্ণার্ত" খ্রিস্টের সেই ভালবাসার তৃষ্ণা মিটানোর জন্য তিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গিয়েছেন। তাদের সেবা করে খ্রিস্টসেবার এক জ্বলন্ত উদাহরণ রেখেছেন।

এবার সেবামূলক একটি গানের কয়েকটি লাইনের মধ্যদিয়ে লেখার ইতি টানতে চাই-

"সেবা কর্ দুঃখীজনে, সেবা কর্ আর্তজনে
সেই তো তোর খ্রিস্টসেবা।
চোখের জলে হাহাকারে, যে বসে রয় পথের ধারে
তারে বুকে তুলে নে ভাই, সেই তো তোর
খ্রিস্টসেবা।"

নার্সিং পেশা নয়; নেশা, মহানব্রত

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

প্রতিদিনের জীবনে পরিবারে, সমাজে, দেশে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবাকর্মী হয়ে বিভিন্ন সেবাদান করে থাকি। যেমন: সমাজ সেবা, শিক্ষা সেবা, স্বাস্থ্য সেবা, মানসেবা/জনসেবা। আবার এ সেবাকাজগুলো অনেকেই জীবিকা নির্বাহের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। আসন্ন নার্স সেবা দিবসকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টীয় চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা সহভাগিতা করার উদ্দেশে আমার লেখা। সেবা দান বা নার্সিং পেশা নয়, নেশা, মহাব্রত। পেশা কথাটির ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; নেশা শব্দটি শ্রুতিকটু মনে হতে পারে। আমি কিন্তু "নার্সিং নেশা বলতে বুঝাতে চাই গভীর টান, আসক্ত যে কাজটা না করে আমরা থাকতে পারিনা, ছাড়তে পারিনা। নেশার সাথে জড়িত ভালোবাসা, আত্মদান নিবেদন আর নার্সিং একটা মহানব্রত। প্রশ্ন জাগে কেন/কিভাবে? আমাদের খ্রিস্টধর্মের দু'টি মূল স্তম্ভ হলো: ভালোবাসা ও সেবা। যিশু আমাদেরকে ভালোবেসে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন আবার ভালোবেসে সেবাদান করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। পুণ্য বৃহস্পতিবার শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে সেবা এক মহান আদর্শ স্থাপন করলেন। খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে নিজেকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সেবা একটি মহান ব্রত তা প্রমাণ করলেন। নার্সিং খ্রিস্টীয় দৃষ্টি কোণ থেকে শুধুমাত্র পেশা নয়; বরং এক ধরণের নেশা একটি মহান ব্রত। এ সম্পর্কে সাধ্বী মাদার তেরেজা বলেছেন, "আমি ডাক্তার ও নার্সদের হাত চুম্বন করি, কারণ তাদের হাতের স্পর্শে, তাদের সেবার মধ্যদিয়ে উনারা কষ্টভোগী যিশুর সেবা করে থাকেন। যিশুর পরিত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। তাই নার্সদের মনে রাখতে হয় যে, নার্সিং শুধু মাত্র একটা চাকুরী কিংবা আর্থিক উপার্জনের পথ নয়। আমি অবশ্যই বাস্তবতা স্বীকার করি যে, পেটের দায় আছে, অর্থের প্রয়োজন আছে; স্বেচ্ছায় সেবাদান এত সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু এটুকু বলতে পারি সেবার মনোভাব, আত্মনিবেদন, কষ্ট স্বীকার, রোগীদের মধ্যে যিশুর উপস্থিতি আমরা অবশ্যই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারি। নিঃস্বার্থ সেবার পুরস্কার আছে। কারণ মৃত্যুর পর আমাদের শেষ বিচার হবে সেবা কাজ/ভালো কাজের উপর। ঈশ্বর দেখবেননা কি কি ডিগ্রী, প্রতিভা, অর্জন, সাফল্য আমরা লাভ করেছি। তিনি দেখবেন, বিচার করবেন এবং আমাদের অনন্তকালীন আবাস স্থান নির্ধারণ করবেন আমাদের সেবা কাজের উপর। যিশু বলেছেন, "যা কিছু তুমি করেছ, অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি করেছো তাই আমার প্রতি"... যখন আমি পীড়িত ছিলাম তুমি আমায় সেবা করেছো... *(মথি ২৫:৩০-৪০ পদ)*। শুধুমাত্র সেবক/সেবিকা দিবসে নয় একজন নার্স হিসেবে প্রতিদিনের সেবার জীবনে গানের এই কথাগুলো যেন অনুরনিত হয়ে:

"সেবা কর্ দুঃখীজনে, সেবার কর্ আর্তজনে
সেই তো তোর খ্রিস্ট সেবা।"
"তোমাকে ভালোবাসা যায়না, প্রভু
যদি মানুষকে আগে ভালোবাসতে না পারি।
তোমার সেবা সেতো নয় গো সেবা
যদি মানুষকে আগে ভালোবাসতে না পারি।"

সকল নার্সদের প্রতি রইলো আন্তরিক অভিনন্দন এই সুন্দর, মহান পেশা বেছে নেওয়ার জন্য। সেবা দিবস সফল হোক। মহৎ সেবা দানের মধ্যদিয়ে আপনারা হয়ে উঠুন শ্রেষ্ঠ মানব-মানবী, ঈশ্বরপ্রেমী সেবী॥

মানব সেবায় সেবক-সেবিকা

মালা রিবেরু

২৬ বৎসর নার্সিং পেশাগত জীবনের হিসাবনিকাশ করে মেঘলা দেখলো মন্দের চেয়ে ভালোর সম্মানের পরিমাণটা বেশী পেয়েছে। কিন্তু এই সম্মানটা অর্জন করতে জীবনে অনেক কষ্ট, অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে, পাশাপাশি মা-বাবার আশীর্বাদ অনুপ্রেরণা ও প্রচণ্ড মনোবল যুগিয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই মেঘলা দেখে এসেছে পরিবারে বাবা-মা, যে মানুষের কল্যাণে কতটা দয়াশীল, সহযোগিতার মনোবৃত্তি যা তাকে উৎসাহিত করেছে সেবিকা/নার্সিং পেশায় প্রবেশ করতে।

আজ থেকে ২৬ বৎসর আগে সেবিকা/নার্সিং পেশার এত ব্যাপক প্রসার ছিলোনা, সমাজের মানুষ তা ভালো চোখে দেখতো না, অনেকের ভাবনা ছিলো যে, যাদের অন্য কিছু করার বা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার আর্থিক ক্ষমতা নেই তারাই এই পেশায় যায়। সময়ের সাথে সাথে পেশার মানউন্নয়ন, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়েছে। এখন হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে তারপর এই পেশায় যোগদান করছে।

মানুষ অন্যকে নিয়ে খারাপ সমালোচনা করতে খুব পছন্দ করে, ভালোর চেয়ে মানুষের খারাপ দিকটা দেখতে অনেক বেশী পছন্দ করে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেবিকা পেশায় চলতে গিয়ে তাকে অনেকবার হোঁচট খেতে হয়েছে, থেমে যাওয়ার মতো পরিবেশ হয়েছে, কিন্তু তার সাথে ছিলো ঈশ্বরের ও বাবা-মার আশীর্বাদ যা তাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করেছে ।

বাবা-মা'র আশীর্বাদ যে একজন মানুষের জীবনের অপূর্ণ চাওয়া পূরণ করে দেয়, তার প্রমাণ পাওয় যায় মেঘলার Undergraduate Final পরীক্ষার সময়। পরীক্ষার ৬ মাস আগের ঘটনা। বড়দিনের দিন রান্না করতে গিয়ে আগুনে বা-পাশের পা পুড়ে যায়, চিকিৎসার পরে ডাক্তারের নির্দেশক্রমে নির্দিষ্ট সময়ে কিছু জায়গা ঠিক করার জন্য অপারেশন করতে। মা তোমার পরীক্ষার পরে অপারেশন করি মেঘলাকে বলে, আগে তোমার অপারেশন পরে আমার পরীক্ষা মেঘলা বলে। পরীক্ষার আগের দিন রাতে মায়ের অপারেশন ভালোভাবে শেষ হয়, সারারাত মায়ের পাশে থেকে পরেরদিন সকালে ক্লান্ত মেঘলা আর চাচ্ছিলোনা পরীক্ষা দিতে, কিন্তু মা মাথায় অলতো করে হাত বুলিয়ে আদর করে বলে, মা তুই পরীক্ষা দিতে যা, আমার আশীর্বাদ তোর সাথে আছে তুই পাশ করবি।

মেঘলার জীবনে অনেক মানুষের আশীর্বাদ আছে, যার জন্য আজ সে জীবনে তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে। সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে যারা একসময় নার্সিং/সেবিকা পেশাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতো তারা এখন তাদের সন্তানদের মেয়ে তো আছে, পাশাপাশি ছেলেরাও সমভাবে আগ্রহী। এই যে পরিবর্তন তা মেঘলার খুবই ভালো লাগে। নিজেকে খুব গর্বিত অনুভব করে সে এমন একটা পেশার সাথে নিজেকে যুক্ত করেছে যে মনুষ সেবার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সুযোগ পেয়েছে।

ঈশ্বরের সেবার এই সুন্দর সুযোগ করে দিয়েছেন সেবা পেশার প্রতিষ্ঠাত্রী, পথপ্রর্দশক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। আজ থেকে ২০২ বৎসর আগে ১৮২০ খ্রিস্টব্দের ১২ মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের নাগরিক। উচ্চমানসম্পন্ন পরিবারের অতি আদরের সন্তান হয়েও মানবসেবার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেছেন তা অনুকরণীয়। তাঁর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সারবিশ্বে আনন্দের সাথে সেবক-সেবিকা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তাই আজকের দিনে প্রত্যাশা রাখি সেবার আর্দশ, মহান এই নেত্রী যে বীজ বপন করে গেছেন, তা যেন আমরা নিস্বার্থ ভাবে পরিচালনা করে যেতে পারি॥

ইন্দিরা রোডের মাস্তান

সুনীল পেরেরা

ইন্দিরা রোডের সিরিঞ্জে চেহারার ছেলেটার নাম তপু। ওর আসল নাম পয়-পদবী কী হয়তো সেও জানে না। দলের ছেলেরা তপু ভাই বলেই ডাকে। সেই সুবাদে তাকে সবাই তপু বলেই জানে। ওর মা বাসায় বাসায় ঝিয়ের কাজ করে। সাত বছরের তপু সারাদিন অলিতে গলিতে ঘুরাঘুরি করে। বস্তির ছেলেদের সাথে খেলে, মারামারি করে। দোকানীরা ওকে নানা ফুট-ফরমাস করায়, এটাসেটা খেতে দেয়। এভাবেই ওর চলে যায়। কাজ শেষে সন্ধ্যায় মা ফিরে আসে নিজের ভাগের ভাত-তরকারি না খেয়ে। ওটাই তাদের দৈনন্দিন খাবার। একজনের খাবার মায়-পুতে ভাগ করে খায়। রাতে থাকে পার্কের বেঞ্চির উপর না হয় ঝোপের পাশে চট দিয়ে ঘেরা স্বপ্নের কুঁড়ে ঘরে। ঝড়-বৃষ্টিতে মার্কেটের গলিতে না হয় কোন বারান্দায়। কাজের বুয়াদের অনেকেই থাকতে দিতে চায় না। একা হলে কথা, সঙ্গে এক দস্যু বাঁদর। এ বয়সেই অনেক কিছু দেখেছে, বুঝেছে এবং শিখেছেও। বিছানা-পত্র বলতে একটা দু'টো ছেঁড়া ময়লা কাঁথা আর দু'টো তেলচিটচিটে বালিশ। ঝোপের বস্তি থেকে একবার এ কাথা চুরি হয়ে যায়। তাই এখন সকাল হলেই পেচিয়ে রোডের ওয়ালের উপর রেখে দেয়।

এক কালে তপুদের বাড়ি কোথায় ছিল? তার মা বলে শরীয়ত পুরে। নদী ভাঙ্গনের ফলে সব হারিয়ে শহরে চলে এসেছিল। কুঁড়ে বাপটা এক সময় তাদের ছেড়ে মহাখালীর কড়াল বস্তিতে নতুন সংসার পেতেছে। কিন্তু ইন্দিরা রোডের বাসিন্দারা অনেকেই বলাবলি করে যে, তপুর মাকে ছেড়ে যাবার পর উপায়ান্তর না পেয়ে ফার্মগেট পার্কেই ঝোপের পাশে সে থাকত চটের ঘর বানিয়ে। এখানেই তপুর জন্ম। তার মা দোকানে দোকানে আর হোটেলে পানি এনে দিত পার্ক থেকে। অবহেলায় অনাদরে আর অযত্নে তপু বড় হয়েছে। সাত-আট বছর বয়সেই তার একটা পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে এলাকার দোকানে এবং অনেক বাসায়। ক্ষুধা লাগলেই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো। সে জানত দাঁড়িয়ে হাত পাতলে বাসি পচা কিছু না কিছু দেবেই। এটা শিখেছে এলাকার ফকিরদের দেখে। অগত্যা কোথাও না জুটলে মা যে বাসায় কাজ করে সেখানে চলে যেতো। এভাবেই তপুর শৈশব আর কৈশোর কেটেছে। হরতালে, আন্দোলনে পিকেটিং করেছে নেতাদের চোখের সামনে। এভাবেই ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছে। কয়েকবার মাথা কাটিয়েছে, পুলিশের ধাতানি খেয়ে ঠ্যাং ভেঙ্গেছে। বড়ভাইদের চামচাদের সামনে যখন তখন ঘুরাঘুরি করে। তারাও পিচ্চিকে হাতের কাছে পেয়ে এটাসেটা ফরমাস খাটায়।

তপু তার জাত-জন্ম নিয়ে মাথা ঘামায়নি। গরীব অনাথদের অতীত-ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার সময় কোথায়। বর্তমানই তাদের কাছে সব। জাত-জন্ম নিয়ে ভাবতে গেলে কি পেটে ভাত আসবে? মা অবশ্য এসব অতীত কাহিনী তেমন কিছু বলেনি। সে নিজে বেঁচে সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাতেই বা কম কিসের। মা তো ইচ্ছে করলেই জন্মের পর তাকে ফেলে দিতে পারত। কিংবা তাকে ছেড়ে অন্যত্র বিয়ে হয়ে চলে যেতে পারত। তপুর ভাবনা, তার মা পতিতা নয়, প্রতারিতা। হয়তো কোন নরপশু তাকে আশ্রয় দেবার অছিলায় সর্বনাশ করেছে। এতে মার তো কোন দোষ নেই। মা চিরকালই মা। সন্তানের কাছে মা কোন দিন অপবিত্র নয়, অস্পৃশ্যও নয়। মা স্বর্গাদপী গরিয়সী।

তপু তখন পুরোদস্তুর পাটির কর্মী। রাজনৈতিক শো-ডাউনের জন্য বিস্তর লোকদের ভাড়া করে জনসভায় নেওয়া হয়। তপুই এসব ম্যানেজ করে। রাজাবাজার, কাওরানবাজার এলাকার পাতি নেতাদের সাথে তার বেশ হৃদ্যতা। মিটিং শেষে সব কিছু ম্যানেজ করে ফেরার পথে ভূতের গলির টোটা মইন্যার সাথে দেখা। সে-ই তাকে টেনে নিয়ে যায় এক আধো অন্ধকার ঘরে। সেখানে গিয়ে সে বিস্মিত হয় বড় বড় অনেক নেতাদের দেখে। সারা রাত মাল টেনে ভোরের আযানের সময় ঘরে গিয়ে দেখে তার মা মেঝেতে পড়ে আছে। নিঃস্প্রাণ দেহ। জীবনে সেদিনই সে বুঝতে পেরেছিল, মা না থাকলে মানুষ কত অসহায় হয়।

তারপর তপু আর পেছন ফিরে তাকায় নি। এক এক করে দু'টি বড়ভাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ইন্দিরা রোডে দোকানীরা এখন তপুকে তপুভাই বলে সালাম দেয়। তাদের বিপদে-সমস্যায় তপুর সাহায্য চায়, তবে ঈদ-পার্বণে প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পা নাচাতে নাচাতে প্রথমেই বলে দেয়, দাদা, আমি ছাড়া আর পাঁচজন উপরের দেবতাদের মাথায় সিন্নি দিতে হবে। এরমধ্যে এমপি, এসপি, সাহেবরাও আছেন। তাই হাত মুঠো করেই দিতে হবে। পহেলা বৈশাখের মত দশ-বিশ টাকা চাঁদা দিলে হবে না। বয়স্করা দাঁত চেপে সহ্য করেন। সাত-পাঁচ বলে না দেবার পরিণতি তারা একবার দেখেছে। সে বার এক ঘাড়ত্যাড়া ওসির কথায় কোন দোকানী ঈদের চাঁদা দেয়নি তপুকে। বরং তাকে হাতকড়া পড়িয়ে দুইতিনটা লাথি মেরে থানায় নিয়ে যায়। সেদিন অনেকেই দাঁত কেলিয়ে হেসেছে। মাত্র তিন সপ্তাহ। হঠাৎ এক রাতে দমাদম পটকা ফুটতে লাগল। যারা দোকান বন্ধ করে পালিয়েছে তারা অনেকেই বেঁচেছে। কিন্তু যারা বন্ধ করতে পারেনি তারা মার তো খেয়েছে উরন্তু সর্বস্ব হারিয়েছে। আসলে সেদিন তপু মাঠেই নামে নি। থানায় বসেই কামরাঙ্গীচরের বিল্লুকে দিয়ে অপারেশন করিয়েছে। দু'দিন বাদেই তপু ছাড়া পেয়ে যায়। দোকানীরা ভাবে, তপু ভাই থাকলে এমনটা হতো না।

এ সময় এক সিলেটি ভদ্রলোক ইন্দিরা রোডে একটা হাইফাই বাড়িতে উঠে আসেন। ভদ্রলোকের নাম মকবুল আহামদ। সদ্য লন্ডন ফেরৎ। কোটি টাকার গাড়ি নিয়ে চলাচল। তার যাতায়াত ফাইভস্টার আর অভিজাত ক্লাবে। অথচ কি সব কেলেংকারি করে বহিষ্কৃত হয়েছে বৃটিশ মুলুক হতে। সব সময় খদ্দরের হাফহাতা ফতুয়া পড়ে। গালে সাদা-কালো খরখরে দাঁড়ি, থুতনিতে এক গুচ্ছ ছাগলদাঁড়ি দেখে মনে হয় গরু ব্যাপারী। অথচ সাহেবী ভাবটা তখনো ধরে রেখেছে। আশেপাশের কারো তোয়াক্কা করার প্রয়োজন মনে করে না। ঢাকা শহরে এক শ্যালক ওয়ার্ড কমিশনার। মকবুল সাহেব মাঝে মাঝেই নেশা করে গাড়ি থেকে নেমেই বেশ উৎপাত করে। সিলেটি ভাষায় গালিগালাজ করে। তার ঘরেও সুন্দরীদের নিয়ে আসর বসে, নাচ-গান হয় অনেক রাত পর্যন্ত। এলাকার অনেকেই বিরক্ত, কিন্তু কেউ এগিয়ে উঁচুগলায় বলার সাহস পায় না। কথাটা একজন গোপনে তপুকে বলে। একরাতে তপু একাই তার জন্য অপেক্ষা করছে। লোকটা রাত দেড়টায় নেশা করে ফিরে আসে। সঙ্গে একটি যুবতি। গাড়ি থেকে নামতেই তপু এগিয়ে গিয়ে সালাম দেয়। সালামের প্রতিউত্তর না দিয়েই মেয়ের হাত ধরে চলে যাচ্ছিল। তপু এবার ভদ্রভাবে বলে, আংকেল আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই, খুবই জরুরী। মকবুল সাহেব ঘাড় ফিরিয়ে চোখ গরম করে তাকায়। তপু এগিয়ে যেতেই কোন কথা না বলে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় তার গালে। তপু আচম্‌কা চড় খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেয়। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে কোমরে গোঁজা যন্ত্রটায় হাত দিতেই মেয়েটা ছুটে এসে তপুকে

জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে বরবার মিনতি জানাতে থাকে। একটি যুবতি নারীর স্পর্শে তপুর অস্তিত্বে একটা আনন্দের কোলাহল পড়ে যায়। আবেশে দু'টো চোখ বুজে আসে। তার হৃদয় অকারণে উদ্বেল হয়ে ওঠে। মেয়েটির কান্নাভেজা অনুরোধে অনুত্তেজিতভাবে অপমানটা হজম করে তপু মাস্তান।

সে রাতে আর কিছুই ঘটেনি। কাউকে কিছু না জানিয়ে সোজা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে তপু। এরপর ইন্দিরা রোডেই মেয়েটার সাথে দেখা হয়েছে। ফোনে হাই হ্যালোও হয়েছে। তপু এতদিন পরে জীবনে ফিরে যাবার তীব্রতা অনুভব করে। মাস খানেক পরে দেখা গেল তপু ভাই উধাও। ঘরে তালা, পার্টি অফিসে নেই। তবে গেলো কোথায়? পরদিন মকবুল সাহেব একাকি বাড়ির লনে চুপচাপ বসে থাকেন।

তেত্রিশ দিন পড়ে তপু ভাইয়ের চামচা নাক কাটা বিল্লুই কথাটা প্রচার করল। তপুভাই বিয়ে করে, হানিমুন করছে রাঙ্গামাটি আর কক্সবাজারে। বিয়ে করেছে মকবুল সাহেবের মেয়েকে। বিয়ে করেছে, না তপুভাইয়ের সাথে পালিয়ে গেছে, নাকি তপুভাই তাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে সে এক অতল অজানা রহস্য। লন্ডনে লেখা পড়া করা মেয়ে ভালো করে বাংলা উচ্চারণ করতে পারে না। সে কোন দুঃখে একটা চাল চুলোহীন মাস্তানের হাত ধরে পালাবে। প্রেম তো প্রশ্নই আসে না।

সিলেটি নাটকের পরের দৃশ্য আরও চমৎকার। মেয়ে ফিরে আসার পরের রাতেই মকবুল সাহেব সপরিবারে লাপাত্তা। বাড়িওয়ালা জানালো, মকবুল সাহেব দু'মাসের অগ্রিম ভাড়া ছেড়ে দিয়েই চলে গেছে। এমনকি মালপত্রেও তার কোন দাবী নেই। বাড়িওয়ালা খুশী দুইমাসের অগ্রিম ভাড়া পেয়েছে। মকবুল সাহেব এলাকা ছেড়ে চলে গেছে, এ কথাটা নটুই প্রথম কালেক্ট করেছে। সেই সারা তল্লাট ঘুরে বেড়ায়। দলে এই জন্য তাকে মিনিষ্টার বলে ঠাট্টা করে। আড্ডাবাজ ছেলে, অল্পতেই মানুষের সঙ্গে মিশে যায়। গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, সুঠাম স্বাস্থ্য, হঠাৎ দেখলে নেপালী বলে ভ্রম হয়। তপুভাই ফিরে এসেছে খবরটা বাতাসে আগুনের মত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। নটুই প্রথমে সাহস করে ওস্তাদের ঘরে গিয়েছিল মকুবুল সাহেবের মেয়ের খবরটা জানাতে। কথাটা বলতেই তপুভাই সজোরে এক লাথি মেরে নটুকে তাড়িয়ে দিল। এরপর এক সপ্তাহ তার দেখা মেলেনি। নটু দলে ফিরে এসে প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা। ঘটনার বিবরণ সবই বলেছে নটু, তবে লাথি মারার কথাটা চেপে গিয়েছে। ওস্তাদবিহীন চ্যালাদের ক্ষমতা এলাকায় নেড়ি কুকুরের চাইতেও কম। আবার ওস্তাদও চায় না কেউ তার সাথে পাল্লা দিয়ে নেতৃত্ব দিক। ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি সব হারাবার ভয় থেকেই যায়। ইতিহাসে এমনটাই দেখা গেছে। নেতার আপনজনেরাই প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের হাতে অথবা তাদের যোগাসাজসেই নেতার মৃত্যু হয়।

নটু রক্তগরম মানুষ। ওস্তাদ তাকে "হারামী গান্ডুর বাচ্চা" বলে গালি দিয়ে চড় মেরেছিল। কথাটা তার বুকে ধারালো ছুরির মতন বিঁধেছে। অথচ সে সামান্য একটু মাল টেনে ফুরফুরে মেজাজে গিয়েছিল তার হানিমুনের খবর জানতে। আর আজ ওস্তাদকে দেখে রীতিমত চমকে যায় সে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে দূরের মানুষ। নটুর মনের গভীরে এতদিন যে রাগ-অভিমান দলাপাকিয়ে উঠেছিল নিমেষে তা উবে গেল। হালকা-পাতলা দেহের লোকটা এই ক'দিনেই একেবারে শীর্ণ শালিকের মতন চেহারা হয়েছে। নেড়া মাথা, হাঁটার মধ্যেও কেমন টলটলে ভাব। মৃতের মত বিবর্ণ মুখ। গায়ে হিজিবিজি প্রিন্টের পুরোনো শার্ট। মানুষ যখন একাকিত্বে ভোগে তখন তার মাত্র তিনটি অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী থাকে। আকাশ-বাতাস আর শূন্যতা।

তপুর কাছে এই ব্যস্ত দুপুরটাও কেমন যেন সুনসান মনে হচ্ছে। এ তার মনের ভ্রম। এসেই কোন কথা না বলে চোখ বুজে মনটাকে দুই ভুরুর মাঝখানে এনে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকল কতক্ষণ। পার্কের কড়ই গাছের পাতায় বাতাসের শ্বাসভাঙ্গার শব্দ। রাস্তার বিদ্যুতের তারে ঝুলছে একটা সূতোছেঁড়া ঘুড়ির কঙ্কাল। পথ চলতি জনতার ভীড়ের মাঝে কিছু না-খাওয়া মানুষের মুখ। পার্কের ঝোপের পাশে ধূয়া উঠছে, হয়তো দুপুরের রান্না হচ্ছে আশ্রয়হীন কারো সংসারে। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে ওরা এখানেই পড়ে থাকে স্তূপের মত। তপুর শৈশব আর কৈশোরের দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। চরম কষ্টে আর তুচ্ছতায় কেটেছে তার দিনরাত্রি। পার্কে শুয়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে কোন অশান্তি নেই।

এ সময় কামাইল্যা এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসে ওস্তাদের জন্য। কোন কিছু না বলে একটানে পুরো শরবত ঢকঢক করে খেয়ে ফেলে তপু। তারপর সটান দাঁড়িয়ে কাউকে কিছু না বলেই ফাঁক ফাঁক করে পা ফেলে চলে গেলো।

এর তিন দিন পরে নটু আবার ওস্তাদের ঘরে যায় খবর নিতে। এই তিনদিনে সে একবারও দলের আস্তানায় আসেনি। ঘরের দরজা সামান্য ভেরানো। ঘরে কেউ নেই। নটু ডাকাডাকি করল। পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক জানালো এই তিনদিন ধরেই দেখছি ওনার জরজা খোলা, অথচ ঘরে কোন লোক নেই। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলো। অনেক খোঁজা খুঁজির পর তপুর লাশ পাওয়া গেল মিরপুরের কালশীতে ইট ভাটার ডোবায়। পুলিশ প্রথমে চ্যালাদের সন্দেহ করে, মারধোর করেছিল কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি। মকবুল সাহেবের গ্রামের বাড়ি সিলেটে খবর নিয়ে জানা গেল তিনি তার পরিবার নিয়ে বিদেশে চলে গেছেন। তবে কি মকবুল সাহেবই তপুকে সরিয়ে দিয়েছে? এ প্রশ্ন

ফ্রান্সিসকান সমাজে "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রাম ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাইয়েরা,

শান্তি ও কল্যাণ! যে সমস্ত যুবক ভাইয়েরা এ বছর এসএসসি, এইচএসসি সম্মান (অনার্স), স্নাতক (ডিগ্রী) অথবা তদুর্ধ্বে পড়াশোনায় রত তাদের জন্য প্রতিটি চূড়ান্ত পরীক্ষার পরবর্তী সময়ে উক্ত প্রোগ্রামটি আয়োজন করা হবে। যাজক/ব্রতধারী ব্রাদার হওয়ার আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিজ নিজ পাল-পুরোহিতের অনুমতি সাপেক্ষে অগ্রিম যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ

সরাসরি : আসিসি ভবন, উত্তর গোবিন্দপুর, হাবিপ্রবি, সদর দিনাজপুর - ৫২০০।

অথবা মোবাইল : ০১৭৫০৬৫১৫৮৭ / ০১৭৩৩৫২৬৬২১
০১৭২৬৫৮৭৮৩০ / ০১৭১০৯৪৪২৩৫।

বি. দ্র. বিশেষভাবে যারা বিগত ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর মধ্যে এইচএসসি সম্মান (অনার্স), স্নাতক (ডিগ্রী) অথবা তদুর্ধ্বে পড়াশোনা সম্পন্ন করেছে এবং যাজক/ব্রতধারী ব্রাদার হওয়ার আগ্রহী প্রার্থীদেরকে অতি সত্বর **যোগাযোগ** (০১৭১০৯৪৪২৩৫) **করার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে।**

বিজ্ঞ/১৩৮/২২

ছোটদের ঈদ উৎসব

রুদ্র মার্ক রোজারিও

আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরা সবার প্রতি রইলো অনেক অনেক ভালবাসা। এখন তোমাদেরকে জানাতে চাচ্ছি, খ্রিস্টান ভাই-বোনদের বড়দিনের মত মুসলিম ভাই-বোনেরা কীভাবে ঈদ উৎসব পালন করে। রমজানে ৩০ দিন রোজার পর মুসলিম ভাই-বোনেরা ঈদ উৎসব উদ্‌যাপন করে। খুব সকাল ঘুম থেকে উঠে তারা মসজিদে যায় নামাজ আদায় করতে। নামাজ শেষে তারা একে অন্যের সাথে কোলাকোলি করে ও তাদের মনের আনন্দ সহভাগিতা করে। এ সময় পরিবারে নানা ধরণের পিঠাপুলি, সেমাই ও মাংসের আয়োজন করা হয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা গুরুজনদের সালাম করে ও গুরুজনেরা খুশি হয়ে তাদের উপহার দেয় ও দোয়া করেন। তোমাদের মতো ছোট ছোট মুসলিম ভাই-বোনেরা আনন্দ করে, খেলাধুলা করে ও নানা জায়গায় বেড়াতে যায়। তোমরা জান তারা ঈদে বিশেষ এক ধরণের গান গায়। কবি কাজী নজরুলের লেখা এ গানটি হলো, "রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।" আমার আদরের ভাই ও বোনেরা চলো আমরা সবাই মিলে, সব দুঃখ-বেদনা ভুলে আনন্দে মেতে উঠি। প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব সকলের জীবনেই বয়ে আনুক সুখ ও শান্তি॥

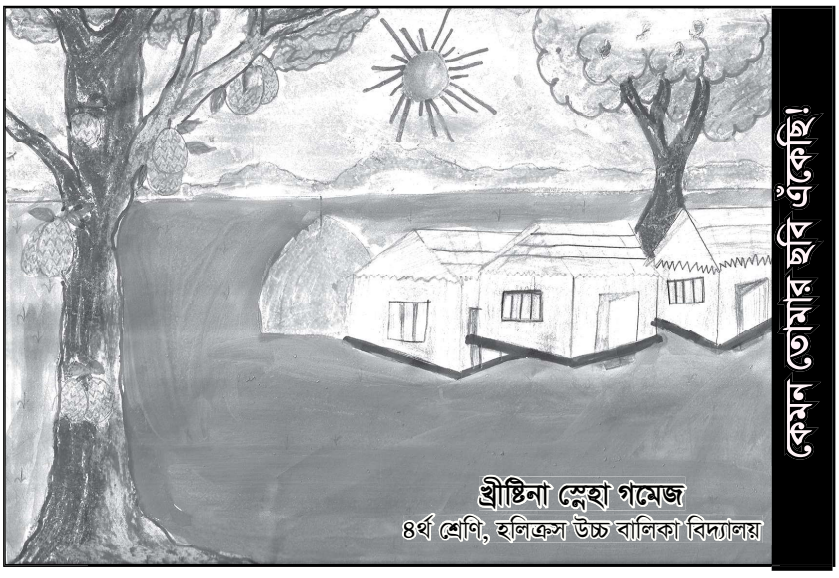

২১ তুমি চিরঞ্জীবী

অরিত্রী আরেং

বাহান্নর ৮ ফাল্গুন
জীবন-শহীদ যারা
তাদের তাজারক্ত বক্ষ বেধিয়া
ঝড়েছিল রাজপথে সেদিন।
তারা শহীদ, ভাষার শহীদ
অমর তাদের প্রাণ।
সালাম, বরকত, রফিকেরা আজ নেই,
দুঃখ কী তাতে?
রয়েছে তাদের অমর গাঁথা
বাংলার ঘরে ঘরে।
তাদের রক্তের স্রোতধারা বহে
প্রতিদিন
দামাল ছেলেদের প্রাণে প্রাণে।
তাইতো, হাজার মুজিব
জন্মনিচ্ছে বাংলা মায়ের কোলে।
ভাষার অধিকার **শুধু** কী তাই?
স্বাধীনতাও এনেছে তারা দেশ মাতৃকার।
তাই তো! বাহান্ন হতে একাত্তর
হলো এক স্বর্ণালী ইতিহাস।
নিপাত গেল হায়েনাদের সব পরিহাস।
ঘুমিয়ে আছে ভাষার শহীদ
রবে তারা চিরঞ্জীব আমাদের অন্তরে
নগ্নপদে প্রভাতফেরীর নীরব মূর্ছনায়,
শহীদ মিনার গড়ি মোরা মোদের
আঙ্গিনায়।

মা

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ

মা আমার জীবন প্রাণ,
মা আমার পৃথিবী।
মা আমার নিশ্বাস,
মা আমার বিশ্বাস।
মা আমার অসুখের সুস্থতা,
মা আমার বিপদের ভরসা।
মা আমার চলার পথের শক্তি।
তাই তোমাকে ভালোবাসি!

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট এর অস্থায়ী পদে নিয়োগ আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট হতে নিম্নের শর্তাবলী সাপেক্ষে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে :

১. কেয়ারটেকার কাম ক্যাম্পাস মেইনটেইনার :

পদ সংখ্যা : ০১ জন (পুরুষ)। শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- থেকে ২০,০০০/- টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস (কারিগরি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য)।

অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকুরী স্থায়ী হলে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং চাকুরীর অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী সুবিধা পাবেন।

২. জেনিটর :

পদসংখ্যা : ০১ জন (পুরুষ ও মহিলা)। শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১০,০০০/- থেকে ১৫,০০০/-টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণী পাস।

চাকুরী স্থায়ী হলে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং চাকুরীর অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী সুবিধা পাবেন।

আবেদনের অন্যান্য শর্তাবলী :

আবেদনকারীর বয়স : ২৫-৩২ বৎসর (৩০/০৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। সাদা কাগজে ১) প্রার্থীর নাম ২) পিতা/স্বামীর নাম ৩) মাতার নাম ৪) জন্ম তারিখ ৫) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা (মোবাইল নম্বরসহ) ৬) স্থায়ী ঠিকানা ৭) শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮) ধর্ম ৯) জাতীয়তা ১০) বৈবাহিক অবস্থা ১১) ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, চাকুরীর অভিজ্ঞতার সনদপত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র, চারিত্রিক সনদপত্রের ফটোকপিসমূহ ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে। চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনাপত্তি পত্র সংযোজন করতে হবে। ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সুপারিশকৃত প্রার্থীদের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে। খামের উপর পদের নাম উল্লেখসহ আবেদন পত্র আগামী ৩১/০৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ডাকযোগে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritascdi.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

পরিচালক
কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট
২, আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭।

কারিতাস কর্মী নিয়োগে সম-সুযোগ প্রদানে বিশ্বাসী

বিজ্ঞ/১৪৭/২২

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

খ্রিস্টান চার্চগুলোকে যুদ্ধের বর্বরতার বিরুদ্ধে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিলের প্লেনারি মিটিং এ অংশগ্রহণকারীদের সাথে সাক্ষাতে পোপ মহোদয় বলেন যে, ইউক্রেন ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধসমূহ প্রতিটি খ্রিস্টান ও প্রত্যেক সদস্যমণ্ডলীর বিবেকবোধে নাড়া দিয়েছে।

যুদ্ধের নৃশংসতার মুখে খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্যমণ্ডলীকে আহ্বান করা হচ্ছে খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য তাদের যৌথ উদ্যোগের নবায়ন ঘটাতে; যে উদ্যোগ শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের মঙ্গলসমাচারের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে যিশুখ্রিস্ট বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য হয়ে ওঠে। এগুলোই হলো খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিলের প্লেনারি এসেম্বলীতে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে পোপ মহোদয়ের বাণীর মূল অংশ। '১ম নিসীয় মহাসভার ১৭০০ বর্ষপূর্তি (৩২৫-২০২৫) সর্বমণ্ডলীর উদ্‌যাপন' মূলভাবকে প্রতিপাদ্য করে ২-৬ মে এই প্লেনারি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

খ্রিস্টানরা একাকী হাঁটতে পারে না: পোপ ফ্রান্সিস তার বক্তব্য শুরুতেই বলেন, কোভিড-১৯ আমাদের খ্রিস্টানদের মধ্যকার সম্পর্ক নবায়ন ও শক্তিশালীকরণে একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। মহামারির প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ ফল হল আমরা সকলে একই খ্রিস্টীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সে ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা নবীকৃত করা। এটি আমাদের বুঝতে সহায়তা করেছে যে, আমরা সত্যিই পরস্পরের কত কাছের এবং পরস্পরের প্রতি কতটা দায়িত্বশীল। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, সচেতনতার এই অনুশীলন অব্যাহত থাকুক এবং সহমর্মিতাবোধ বৃদ্ধির উদ্যোগসমূহ বৃদ্ধি পাক। তিনি উল্লেখ করেন, যখন খ্রিস্টান সমাজসমূহ ভ্রাতৃত্ববোধের গভীর সত্য ভুলে যায় তখন তারা আত্ম-অহংকার ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দারুণ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়; যা সর্বমণ্ডলীবোধ গড়ে তোলার গুরুতর বাঁধা। একজন খ্রিস্টানের জন্য একাকী নিজের মত করে পথ চলা অসম্ভব। আমরা হয় একসাথে হাঁটবো না হয় হাঁটতে পারবো না। আমরা স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।

যুদ্ধ প্রতিটি খ্রিস্টীয় বিবেককে চ্যালেঞ্জ দান করে: চলমান ইউক্রেনের যুদ্ধকে উল্লেখ পূর্বক যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে একজন খ্রিস্টানের দায়িত্বগুলো কি সে ব্যাপারে বলতে গিয়ে পোপ মহোদয় বলেন, যে কোন যুদ্ধের মতই ইউক্রেন যুদ্ধও নিষ্ঠুর ও নির্বোধের কাজ, তবে এর ব্যাপক একটি মাত্রা রয়েছে। কেননা তা সমগ্র পৃথিবীকে হুমকির মধ্যে রেখেছে। তাই তা প্রত্যেক খ্রিস্টান ও প্রতিটি সদস্যমণ্ডলীর বিবেককে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। আমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে: চার্চগুলো কী করছে এবং যে সকল ব্যক্তি ও জাতি সামাজিক বন্ধুতে বসবাস করছে তারা বিশ্বসম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ববোধ উন্নয়নের জন্য কি অবদান রাখতে পারে?

খ্রিস্টানগণ শান্তির সুসমাচারের সাক্ষ্য দান করে: অতীতে খ্রিস্টীয় ঐক্য ধারণা জন্ম নিয়েছিল খ্রিস্টানদের মধ্যকার বিভেদের মন্দতা বিষয়ে সচেতনতা থেকে। আজকে যুদ্ধের নৃশংসতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবারও ঐক্যবদ্ধতা লালন-পালন আবশ্যিক হয়ে দেখা দিয়েছে। অভ্যাসগত ভাবে বা পদত্যাগ করে খ্রিস্টানদের মধ্যকার বিভাজনকে উপেক্ষা করা হলো আমাদের হৃদয়ের দুষণকে সহ্য করা যা সংঘাতের জন্য ক্ষেত্র উর্বর করে তোলে। শান্তির মঙ্গলসমাচার ঘোষণা তখনই বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয় যখন অস্ত্রধারীরা হৃদয়কে নিরস্ত্র করে শান্তিরাজ যিশুতে মিলিত হতে পারে। খ্রিস্টানগণ খ্রিস্টের বিশ্বজনীন ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়ে উজ্জীবিত যা তাদেরকে নিজ গণ্ডি ও জাতির সীমানা অতিক্রম করতে সহায়তা করবে।

অন্য মণ্ডলীসমূহের সাথে সিনোডাল পথচলা: খ্রিস্টীয় ঐক্য সংরক্ষণের একটি মাইলফলক ছিল নিসীয় মহাসভা। পোপ ফ্রান্সিস জোর দিয়ে বলেন, ১ম নিসীয়া মহাসভা (৩২৫ খ্রিস্টাব্দ) অবশ্যই বর্তমান সর্বমণ্ডলীর পথকে আলোকিত করবে এবং এ জয়ন্তী উদ্‌যাপনে প্রাসঙ্গিক সর্বমাণ্ডলিক ভাব থাকবে। এ বিষয়ে পোপ মহোদয় পোপীয় কাউন্সিল ও বিশপ সিনডের জেনারেল সেক্রেটারীর প্রশংসা করেন কেননা তারা বিশপ সম্মিলনীসমূহকে বিশ্বাস ও সেবা বিষয়ে অন্যান্য মণ্ডলীর ভাইবোনদের কণ্ঠস্বর শোনার ব্যবস্থা রেখেছেন। যে সিনোডাল প্রক্রিয়ায় তারা ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের সিনডের দিকে চালিত হচ্ছে। তাই কঠিনতা থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্যমণ্ডলীগুলোকে ঐক্য বজায় রাখার জন্য একসাথে চলার আহ্বান করা হচ্ছে। কেননা আমাদের সকলের জন্যই ভ্রাতৃত্ব।

আহ্বান হলো ঈশ্বরের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা - পোপ ফ্রান্সিস

৫৯তম বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের বাণীর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- 'মানব পরিবার গড়ে তুলতে আমরা আহূত'। এতিহ্যগতভাবে মণ্ডলী এ দিবসটি পুনরুত্থানকালের ৪র্থ পরিবারে স্মরণ করে; যা এ বছর পালিত হয়েছে ৮ মে। এ দিনে যাজক ও ব্রতধারী/ধারিণীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে পোপ মহোদয় তাদেরকে মণ্ডলীর প্রেরণকাজের অগ্রনায়ক, প্রকৃতি ও পরস্পরের অভিভাবক হতে, ঈশ্বরের দৃষ্টিকে স্বাগত জানাতে ও তাতে সাড়া দিতে এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে আহ্বান করেন।

আমরা ঈশ্বরের হৃদয়ে আছি: খ্রিস্টান হিসেবে, আমরা শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে আহ্বান পেয়ে থাকি না, আমরা একসাথে আহূত। আমরা মোজাইকের টাইলসের মতো। প্রত্যেকটি টাইলসই নিজেই সুন্দর কিন্তু শুধুমাত্র যখন তাদের একত্রিত করা হয় তখনই তারা একটি সুন্দর ছবি তৈরি করে। আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের হৃদয়ে এবং মহাবিশ্বের আকাশে তারার মতো জ্বলজ্বল করি। একইসময়ে আমরা যেখানে বাস করি সেখান থেকেই নক্ষত্রমণ্ডল গড়ে তুলতে আহ্বান করা হয়; যা মানবতার পথকে পরিচালিত ও আলোকিত করতে পারবে। পার্থক্য উদ্‌যাপন করার মধ্যেই মণ্ডলীর রহস্য বিদ্যমান যে প্রতীক ও উপকরণ হতে সমগ্র মানবজাতি আহূত।

ঈশ্বরের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা: পোপ মহোদয় জানান, যখন তিনি আহ্বান' শব্দটি বলেন তখন তিনি এই জীবন বা ঐ জীবন ধারার কথা, নির্দিষ্ট কোন সেবাতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা, কোন ক্যারিজমে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মীয় সংঘপরিবার, ম্যুভমেন্ট বা মাণ্ডলিক সংঘভূক্তকে বুঝান না। বরং তা হলো ঈশ্বরের স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলা, ভ্রাতৃত্বের সেই মহান দর্শন যা যিশু লালন করে পিতার কাছে বলেছিলেন, যেন তারা সকলে এক হতে পারে।

আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য: যাজক, ব্রতধারী/ধারিণী, উৎসর্গীকৃত নর-নারী এবং ভক্তদের সম্বোধন করে পোপ মহোদয় সকলকে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করতে একত্রিত কাজ ও যাত্রাতে উৎসাহিত করেন। একটি মানব পরিবার মাহন প্রেমে একত্রিত হওয়া কোন অলীক স্বপ্ন নয় কিন্তু তা অতীব বাস্তব কেননা ঈশ্বরই আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। তাই ঈশ্বরের ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র মণ্ডলীকে আহ্বানের জন্য প্রার্থনা করতে পুণ্যপিতা অনুরোধ করেন॥ **- তথ্যসূত্র :** *news.va*

তুইতাল গির্জার প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পার্বণে সবাইকে নিমন্ত্রণ

সুধী,

তুইতাল ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৫ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার তুইতাল গির্জার প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পর্বোৎসব মহা আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপন করা হবে। দেশে বিদেশে অবস্থানরত সকল ভক্তপ্রাণ খ্রিস্টভক্তগণকে উক্ত পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পবিত্র আত্মার পর্বোৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং পর্বকর্তা হওয়ার জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। **পর্বের শুভেচ্ছা দান ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা। খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ১৫০/- টাকা।** এই আনন্দঘন পর্ব উৎসবে যোগদান করে পবিত্র আত্মার বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করতে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাই। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

ধন্যবাদান্তে
ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস্ (পালপুরোহিত)
এবং খ্রিস্টভক্তগণ
মোবাইল: ০১৭৩০৮৪৪৫৭৩

অনুষ্ঠান সূচী: — **পর্বীয় খ্রিস্টযাগ**

নভেনা : ২৭ মে - ৪ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ — **তারিখ:** ৫ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

সময় : বিকাল ৪:৩০ মিনিট — **১ম খ্রিস্টযাগ :** সকাল ৭:০০টা

২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০মিনিট

বিজ্ঞ/১৪৫/২২

১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত লুইস সুনীল দেছা
জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ মে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

স্মরণে তোমায়

কালের আবর্তনে দেখতে দেখতে চলে এলো ৯ মে, যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে শোকের রাজ্যে রেখে গেলে। আমাদের হৃদয় আজও খুঁজে বেড়ায় তোমার সে অপার স্নেহ-ভালবাসা। তুমি রয়ে গেছ আমাদের অন্তরে, স্মৃতির মণিকোঠায়। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য কৃপারাশি পাঠাও যেন আমরা তোমার আদর্শকে সামনে রেখে জীবন-যাপন করতে পারি। ঈশ্বর তোমার আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত চিত্তে

স্ত্রী : রোজলীন দেছা
বড় মেয়ে ও মেয়ে জামাই : জুঁই ও মামুন খান
ছোট মেয়ে ও জামাই : বেলী ও শ্যামল গোমেজ
বড় ছেলে ও বউ : দিপক ও রিপা দেছা
ছোট ছেলে ও বউ : হিল্টন ও মলি দেছা
নাতি : জয়
নাতনি : মুন, রিওয়া এ্যাস্‌লি, এ্যাঞ্জেল

মানিক হাউজ, পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৪৪/২২

বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ'র ৬ষ্ঠ বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী উদ্‌যাপন

মার্কুস লামিন ▯ গত ২২ এপ্রিল সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল শরৎ ফ্রান্সিস গমেজের ৬ষ্ঠ বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী বিশপ ভবনে অতিব আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়। একইভাবে সিলেট ধর্মপ্রদেশের নব নিযুক্ত প্রকিউরেটর ফাদার জনি ফিনি ওএমআই এর শুভ জন্মদিন পালন করা হয়। এই দিনে সিলেটের সকল ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টযাগে বিশপের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের জন্য প্রার্থনা করা হয়। সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস সহার্পিত খ্রিস্টযাগে সিলেট শহর ও তার পার্শ্ববর্তী ধর্মপল্লীতে কর্মরত ফাদার ও সিস্টারগণ যোগদান করেন।

খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ মহোদয় বলেন, "এই দিনটি একটি বিশেষ দিন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। আমি একা নই, সকলের সহযোগিতায় সিলেটের দায়িত্ব পালন করছি। এটি একটি পরিবারের মত এবং সবাই মিলে আমরা আনন্দের সহিত কাজ করছি।

খ্রিস্টযাগের পর বিশপ মহোদয়কে তার বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী ও নব নিযুক্ত ফাদার জনির জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উপহার প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, বিশপ শরৎ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারি বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় তাকে সিলেটের বিশপ পদে নিযুক্ত করেন। সিলেট ডাইয়োসিসের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি বিশপীয় ভক্তজনগণ কমিশন (সিবিসিবি) ও আহ্বান বিষয়ক কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন॥

ফাদার দিলীপ এস কস্তার যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালন

ফাদার সাগর কোড়াইয়া ▯ ২২ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ফাদার দিলীপ এস কস্তার যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তীতে ফাদার দিলীপ এস কস্তাকে মণ্ডলীর কাজে উপহার হিসাবে প্রদানের জন্য বৈরাগী বাড়ি তথা বোর্ণী ধর্মপল্লীকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও।

গত ২১ ও ২২ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পালন করা হয়। ফাদার দিলীপ এস কস্তার রজত জয়ন্তী। ২১ এপ্রিল বিকালবেলা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক যাজক, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে ফাদার দিলীপ এস কস্তার জীবনের মঙ্গলকামনায় পিতৃগৃহ, পারবোর্ণী গ্রামে মঙ্গলানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ফাদার দিলীপ এস কস্তাকে পা ধৌতকরণ, নৃত্য, শুভেচ্ছা ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

২২ এপ্রিল পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে শুরু হয় রজত-জয়ন্তী উৎসব। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং সঙ্গে ছিলেন বিশপ জের্ভাস রোজারিওসহ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ তথা অন্যান্য ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত রজত-জয়ন্তী পালনকারী ৫জন যাজক। এছাড়াও ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ২৭ জন যাজক। পবিত্র খ্রিস্টযাগে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সিস্টার ও খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের রজত-জয়ন্তী পালনকারী ফাদার দিলীপের সতীর্থবন্ধু যাজক ফাদার ভিনসেন্ট খোকন বলেন, যাজকীয় অভিষেকের গুণে ফাদার দিলীপকে যিশু তাঁর নিজের কাজ করার দায়িত্ব ও অধিকার দিয়েছেন"। খ্রিস্টযাগের পর পরই স্যুভেনির কার্ড ও স্মরণিকা যথাক্রমে আশীর্বাদ ও উদ্বোধন করা হয়। এর পর পরই শুরু হয় সংবর্ধনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জুবিলী উদ্‌যাপনকারী ফাদার দিলীপ এস কস্তা "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তার যাজকীয় জীবনের ২৫টি বছর অতিক্রম করার ঐশানুগ্রহ ও কৃপা দান করার জন্য। যাজকীয় অভিষেকের মধ্যদিয়ে ফাদার দিলীপের ২৫টি বছরের পূর্ণতার লক্ষ্যে যে যাত্রা শুরু হয়েছিলো ঠিক সেই যাত্রাই নবচেতনা নিয়ে আরো ২৫টি বছর পূর্ণতার আকাঙ্খায় পথচলা শুরু করুক॥

ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লীতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

সিস্টার ললিতা তির্কী সিআইসি ▯ বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রস্টাব্দ ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লীতে প্রথমবারের মত ৪৫জন ছেলে-মেয়ে খ্রিস্টপ্রসাদ ও ২১ জন ছেলে-মেয়ে হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করে। খ্রিস্টযাগের শুরুতে সকল ছেলে মেয়েরা সাদা পোশাক পরিধান করে মোমবাতি হাতে শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করে। উক্ত দিনে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু। উপদেশে তিনি খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কারের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বলেন সর্বদা ও সর্বত্র তোমরা এখন খ্রিস্টের অনুসারী হবে। খ্রিস্টযাগে আরও উপস্থিত ছিলেন ফাদার প্রদীপ মারান্ডী, পাল-পুরোহিত ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লী, ফাদার বেঞ্জামিন হাঁসদা ও ফাদার ইলিয়াস সরকার এসজে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমসি সিস্টারগণ ও সিআইসি সিস্টারগণ। খ্রিস্টযাগের শেষে পাল-পুরোহিত খ্রিস্টযাগে যোগদান করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন॥

আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান

জাকোব বিশ্বাস ▯ ২৪ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীর নিত্য সাহায্যকারিণী মা মারীয়ার গির্জায় ৪০ জন প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ লাভ করে। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে পূর্বপ্রস্তুতির পর গত ২৩ এপ্রিল প্রথম পাপস্বীকার এর মধ্যদিয়ে শেষ হয় তাদের এই প্রস্তুতি এবং ২৪ এপ্রিল তারা পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ লাভ করে।

পবিত্রতার চিহ্নসরূপ সকলে জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জাঘরে প্রবেশ করে। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ এবং খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করেন অত্র ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রেমু তাসিসিউস রোজারিও। ফাদার তার উপদেশের মধ্যদিয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখতে॥

মহান স্বাধীনতা দিবস পালন ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

মিসেস ম্যাগী ম্যাগডিলিনা ম্রং ▯ খ্রিস্ট দেহ ধর্মপল্লীর অধীনস্থ গাছাবাড়ি গ্রামে, গত ৭ এপ্রিল ২০২২ রোজ বৃহস্পতিবার, মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি লগ্নে গাছাবাড়ি ফাতেমা রাণী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোমলমতি শিশুদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন, গল্প লেখা ও কবিতা লেখা প্রতিযোগিতা ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় শপথ গ্রহণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশ ও জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ও শুধু মাত্র ৫ম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা গল্প লেখা ও কবিতা লেখা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিবেক মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন এর আন্তরিক উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আদিবাসী কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ফোরাম জলছত্র, মধুপুর, টাংগাইল'এর সভাপতি অজয় এ মৃ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে ক্ষুদে বিজয়ীদের হাতে বিবেক মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার তুলে দেন মিসেস ম্যাগী ম্যাগডিলিনা ম্রং। সবাইকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে দুপুর ১ টায় উক্তদিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

রাঙ্গামাটিয়া যিশুর পবিত্র হৃদয়ের ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশু মঙ্গল সেমিনার

ফাদার জুয়েল ডমিনিক কস্তা ▯ গত ২৮ মার্চ ২০২২ রোজ সোমবার রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে শিশু মঙ্গলের তপস্যাকালীন প্রস্তুতি স্বরূপ "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, শিশুর মতো সহজ-সরল যারা স্বর্গরাজ্য তাদেরই" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে প্রায় ২০০ জন শিশু, ২৮জন এনিমেটর, ফাদার, সিস্টারসহ মোট ২৪০ জনের অংশগ্রহণে অর্ধদিবস ব্যাপী শিশুমঙ্গল সেমিনার করা হয়। উক্ত দিনের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জুয়েল ডমিনিক কস্তা। তিনি শিশুদের কেন্দ্র করে তার সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পর শিশুদের নিয়ে ক্রুশের পথ করা হয় আর এতে শিশুরাই সবকিছু পরিচালনা করেন। এরপর টিফিন বিরতির পর সিনডাল চার্চ: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ এই বিষয়ের উপর সিস্টার মেরী অঞ্জলী গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা রাখেন। তারপর শিশুদের নিয়ে পাড়াভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতঃপর উক্তদিনের কার্যক্রম দুপুর ১:৩০ মিনিটে দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে সমাপ্ত হয়॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

তোমরা আছ তোমরা থাকবে, আমাদের হৃদয়ের মাঝে

মে মাসে বিশ্ব মা দিবস পালিত হয়। যখন সবাই মাকে ভালবাসা জানায় তখন আমরা তোমাকে ভালবাসা জানাতে পারি না! তোমাদের হারানোর এ ব্যথা কাউকে বুঝানো যাবে না। প্রতিনিয়ত আছ তোমরা আমাদের প্রার্থনায় ভালোবাসা যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমরা আমাদের প্রার্থনায় থাকবে।
বিশ্বাস করি তোমরা আমাদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করো।
প্রিয় পাঠক আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ১৬ মে, বাবার মৃতুবার্ষিকী ৩০ জুন, সকলেই প্রার্থনায় স্মরণ করবেন।
আমরা ভালো আছি তোমরা ভাল থাক।

প্রয়াত জন দাড়িয়া
মৃত্যু : ৩০ জুন, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

পরিবারের পক্ষে তোমার সন্তানেরা
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

প্রয়াত আঞ্জেলা দাড়িয়া
মৃত্যু : ১৬ মে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১৩৪/২২

২১তম মৃত্যুবার্ষিকী

তোমরা আছ আমাদের হৃদয়ে

২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

তোমরা কেমন আছ? তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। এই পৃথিবীর পান্থশালায় আমরা শত দুঃখ কষ্টেও শুধুমাত্র তোমাদের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি। তোমাদের কথা মনে হলে প্রাণ বারবার কেঁদে ওঠে। এ জগৎ সংসারে তোমাদের সুন্দর জীবন আদর্শের গুণাবলী আমাদের নিত্য দিনের চলার পথের পাথেয়। নিশ্চয়ই তোমরা বাবা-মেয়ে স্বর্গে প্রভুর সাথে সুখে আছ। স্বর্গ হতে প্রতিনিয়ত তোমরা আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো, আমরা যেন তোমাদের জীবনের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মঠ ও বিশ্বস্ততা এবং সুন্দর ভালোবাসাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : শিশিলিয়া গমেজ
ছেলে ও ছেলে বউ : দিলীপ-পুষ্প, অনুপ-সম্পা, অসীম-চামেলী ও ব্রাদার রিপন সিএসসি
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : সুচিত্রা-হেনরী, সুমী-অপু এবং ভুবন
নাতি-নাতি বউ : জনি-শশী, নিবিড়, অর্পণ ও অনুরুদ্ধ
নাতিন ও জামাই : হ্যাপী-অনিক, কিশোরী-সুজন, বিন্দু-রেক্সি, বৃষ্টি-অনিক, অন্তী, অর্থী, নদী, অর্না, রিমঝিম ও অরিন।
পুতিন : প্রান্তর, সুর, অনয়া, আরিয়া
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

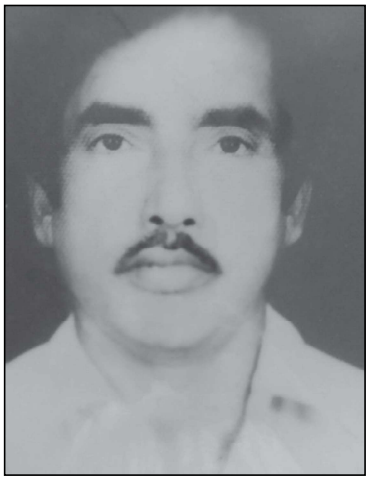

প্রয়াত বিচিত্রা রোজলিন গমেজ
জন্ম : ২৯ অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ মার্চ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
জন্ম : ৪ এপ্রিল, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ মে, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ/১৩৬/২২

বালিডিয়র খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

BALIDIOR CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

গ্রাম : বালিডিয়র, ডাকঘর : গোবিন্দপুর, উপজেলা : নবাবগঞ্জ, ঢাকা - ১৩২০
রেজিঃ নং - ৫০৯, তারিখ : ১৬-০৪-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, কাল্‌ব সদস্য নম্বর : ৪৬১

নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ - ২০২২

এতদ্বারা বালিডিয়র খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ০৬/০৪/২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন আগামী ২৪/০৬/২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০০ টা হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত বিরতীহীনভাবে সমিতির কার্যালয়ে বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে ব্যবস্থাপনা কমিটির ১জন সভাপতি, ১জন সহ-সভাপতি, ১জন সম্পাদক, ১জন ম্যানেজার, ১জন কোষাধ্যক্ষ ও ৪জন সদস্যসহ সর্বমোট ৯(নয়) টি পদে সমিতির সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করে ভোট প্রদানের জন্য এবং বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনী কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো।

পল পিন্টু গমেজ
সেক্রেটারী
ব্যবস্থাপনা কমিটি
বালিডিয়র খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/১৪১/২২

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্রবিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা।

ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

মে - জুলাই মাসের বিভিন্ন দিবস ও পর্বগুলো (বাবা দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব, পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব, যিশুর হৃদয়ের মহাপর্ব, সমবায় দিবস ও ঈদুল-আযহা) কেন্দ্র করে আপনাদের অর্থপূর্ণ লেখাগুলো পাঠিয়ে আমাদের সহযোগিতা করবেন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পি এইচ বি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর পক্ষ হতে শুভেচ্ছা নিবেন, **আগামী ২৭/০৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩ টায়, সমিতির কার্যালয়ে মিঃ কর্ণেলিয়াস কস্তার বাড়ীতে সমিতির ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা-অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।** উক্ত সভায় সমিতির সকল সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

উল্লাস কর্ণেলিয়াস কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
পি এইচ বি সি সি সি উই লি:

বিজ্ঞ/১৪৭/২২

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

JOB OPPORTUNITY

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2021-2022/710 Date: 08th May, 2022

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic and self-motivated Teacher for its **DC Child Care & Education Centre** project.

Position: Teacher

Key Job Responsibilities:

- Provide basic care and care giving activities.
- Design and follow a full schedule of activities and discover suitable teaching material.
- Use a wide range of teaching methods (stories, media, indoor or outdoor games, drawing etc) to enhance the child's abilities
- Research, collect and compile the appropriate teaching material for the children.
- Plan and design daily lesson, extra-curricular, creative activities for children accordingly.
- Maintain a safe and clean class environment.
- Evaluate children's performance to make sure they are on the right learning track
- Coordinate with the parents and update them about their child's performance regularly. Answer their questions calmly.
- Observe children's interactions and promote the spirit of concord
- Identify behavioral problems and determine the right course of action
- Collaborate with other colleagues
- Adhere with teaching standards and safety regulations as established by the official sources
- Provide snacks and meals for children.
- Possesses strong listening skills.
- Possesses physical and mental stamina required to oversee large numbers of young children on a daily basis.
- Attend staff meetings and training sessions.

Educational Requirements:

- Minimum Bachelor's degree from any recognized College/University.

Additional Requirements:

- Age maximum 35 years
- Minimum 1year of experience in this specific area of job
- Excellent knowledge of child development and up-to-date education methods
- Methodical and creative
- Strong communication and time management skills
- Good command in Bangla and English language
- Strong ability in communicating with kids, parents and supervisor
- Must have enough patience, love and care for children
- Computer proficiency in MS Office
- Work well in team-oriented environment and have good people skill
- Degree/certificate in early childhood education will get preference

Salary: Negotiable

Time of Deployment: Immediate

Workstation: DC Child Care & Education Centre, Monipuripara, Dhaka

Employment Status: Full-time

Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address by **31st May, 2022.**

The position applied for should be written on top right corner of envelop.

The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215
Tel: 9123764, 9139901-2

বিজ্ঞ/১৪২/২২

২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মতি ম্যাথিও পালমা (মাস্টার)
আগমন: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৯ মে, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে
আমাদের হৃদয় মাঝে।
তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ তুমি নাই তুমি আছ
মন বলে তাই

তোমার আগমনে প্রকৃতির বীণায় বেজে উঠেছিল এক আহ্বানের সুর, সেই সুরে আমাদের সবার কণ্ঠ এক করে তোমাকে নিবেদন করছি শ্রদ্ধা। তেইশটি বছর অতিবাহিত হচ্ছে তুমি নেই। কিন্তু তোমার আদর্শ, তোমার পদচারণা, তোমার স্মৃতি সবই আমাদের মানসপটে আজও অনুরণিত হচ্ছে। তুমি ছিলে যেন শক্তিশালী এক বটবৃক্ষ, যার ছায়াতল ছিল আমাদের নিরাপদ আশ্রয়। তোমার শাখা-প্রশাখা আমরা সবাই তো আছি এবং তোমার সুমহান পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমারই মত জীবন যাপনে ব্রতী হয়েছি। তোমার স্নেহপূর্ণ শাসন, ভালবাসাপূর্ণ যত্ন, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের জীবনকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। তাইতো জীবন চলার পথ কঠিন, রূঢ় এবং দুঃসহময় হলেও তোমার আদর্শ স্মরণ করে প্রেরণা লাভ করি। তাই তোমাকে জানাই আমাদের শতকোটি প্রণাম। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা যে কোন, বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে ঈশ্বরের বিশ্বাসী হয়ে তাঁরই পথে সাহসের সাথে এগিয়ে চলতে পারি।

তোমার শোকাহৃত আমরা

জোনাথান, জেইভান, জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, নাথান, জোভানা, এথেনা, ভিয়ান, ডিলেন, জয়েস, শুভ্রা, সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ, টনি, লিমা- ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ববি, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, দিলীপ-কনিকা, কানন-ষ্টিফেন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও সুব্রত-রেনু।

হারবাইদ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৩২/২০২২

বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক মহান সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন

বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আগামী ১৩ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক মহান সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করা হবে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই।

উল্লেখ্য, যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মহান সাধু আন্তনী আমাদের সবাইকে তাঁর আশীষ দানে ভূষিত করুন।

পর্বের শুভেচ্ছা দান ২০০০/- টাকা
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ১৫০/- টাকা

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা খ্রিস্টযাগ : ০৪ জুন- ১২ জুন, বিকাল ৪:৩০ মিনিট
পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ১৩ জুন, সোমবার
প্রথম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৭ টা
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

ধন্যবাদান্তে

ফাদার অমল খ্রীষ্টফার ডিঃ ক্রুজ
পাল-পুরোহিত
ফাদার রোনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা
সহকারী পাল-পুরোহিত
সিস্টারগণ এবং খ্রিস্টভক্তজনগণ

বিজ্ঞ/১৪৬/২০২২

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি)-এর সুবর্ণ জুবিলী উৎসবে আমন্ত্রণ

২৭ মে, শুক্রবার, ২০২২

আমরা অতীব আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি) যা স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ২০২১ খ্রিস্টাব্দে একসাথে যাত্রার ৫০ বৎসর পূর্ণ করেছে। ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে এ আনন্দঘন সুবর্ণ জুবিলী মহা আড়ম্বরের সাথে আগামী ২৭ মে, রোজ শুক্রবার, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সিবিসিবি সেন্টার, ২৪/সি আসাদ এভেনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ পালন করা হবে। একই সাথে সিবিসিবি সেক্রেটারিয়েট ও সিবিসিবি সেন্টার প্রতিষ্ঠারও ২৫ বৎসর উদ্‌যাপন করা হবে।

সকালের অধিবেশন মূলত সেমিনার যা সিবিসিবি সেন্টারে নির্দিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। আর বিকালে পবিত্র জপমালা রাণী গীর্জা, তেজগাঁও-এ জুবিলীর মহাখ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হবে যা সকলের অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বাংলাদেশের সকল বিশপগণ এ প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকবেন।

জুবিলীর মহাখ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে সাদর আমন্ত্রন জানাই।

ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ
আহ্বায়ক
সিবিসিবি সুবর্ণ জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

ফাদার তুয়ার জেমস গমেজ
সেক্রেটারী
সিবিসিবি সুবর্ণ জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

জুবিলীর প্রোগ্রাম

সকাল ৯:০০-দুপুর ১:৩০ মিনিট	সিবিসিবি সেন্টার	সেমিনার
বিকাল ৩:৪৫-সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট	পবিত্র জপমালা রাণী গীর্জা, তেজগাঁও	ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী ও জুবিলীর মহাখ্রিস্টযাগ

Services Engineer/Technician

A Private Limited Company based in Dhaka is looking for smart, energetic, hard-working & self-motivated young graduates for the position of Services Engineer/Technician to support our continuous growth in the area of Artificial Insemination Laboratory. The deserving candidates should be equipped with appropriate skills and optimum knowledge for providing required maintenance service for the laboratory equipment.

Job Responsibilities

- Responsible forservicing Artificial Insemination Laboratory equipment to our clients and also build a strong relationship with our users & organizations for creating the company's brand image.
- Providing required technical assistance of the machineries and also alter-sales service support like technical back up as required.
- Analyzing sales and keeping customer records.

Academic Qualifications:

B.Sc in Mechanical/Electrical Engineering or Diploma in Mechanical/Electrical Engineeringin any discipline from any well reputed University.

Other Qualifications:

- Good analytical and problem-solving skills.
- Commendable communication skills in English and Bangla.
- Below 45 years of age.

Salary: Negotiable

If you are interested and your credentials meet the requirements of the above position. kindly send your resume along with a cover letter through e-mail to **semexbd@gmail.com** by 30th May 2022.

Contact through Phone urgently: 01686-877468/01714-063450

বিজ্ঞ/১৪৩/২২

"খাদ্যের জন্য ভিক্ষা করার শক্তি থাকাও ঈশ্বরের অসীম আশীর্বাদ"

"Even if you have only the strength to beg for food, it is the blessing of the Lord"

আপনি কি জানেন কত্তংনে কি? কত্তংনে মূলত যারা অসহায়, প্রতিবন্ধী তাদেরকে সেবা করেন এবং কত্তংনে সিস্টারগণ তাদের পরিবার হয়ে সেবা করেন।

এই মূলভাবকে সামনে রেখেই কোরীয় ফাদার জন ওহ-উং-জিন ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কত্তংনে সংঘটি প্রতিষ্ঠা করেন। কত্তংনে একটি কোরীয় শব্দ যার বাংলা প্রতিশব্দ "ফুলের বাগান" এই ফুলের বাগানে এক একটি ফুল হচ্ছে সেই সমস্ত অসহায়, দুস্থ ও প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা যাদের এই পৃথিবীতে কেউ নেই। এই সমস্ত অসহায়, দুস্থ ও প্রতিবন্ধী ভাই বোনদেরকে নিয়ে কত্তংনে পরিবার গঠিত হয়।

যাদের কেউ নেই সেই সকল অসহায়, প্রতিবন্ধী ভাই বোনদের জন্য কত্তংনে সিস্টারগণ তাঁদের ভালোবাসা অনুশীলন করেন, সিস্টারগণ তাদের মা-বাবা হয়ে সারাজীবন অসহায়, দুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের সেবা করেন এবং তাঁরা হয়ে উঠেন তাদেরই আপনজন।

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-১৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 17
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১৭
Regd. No. DA-33
❖ 8 - 21 May, 2022, ২৫ বৈশাখ - ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

"আপনিও তো হতে পারেন কত্তংনে পরিবারের একজন কত্তংনে সিস্টার হয়ে যাদের কেউ নেই তাদেরই আপন কেউ হয়ে সেবিকা হতে"

আপনিও একজন কত্তংনে পরিবারের সিস্টার হয়ে এই বিশেষ সেবা দায়িত্বে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারেন এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন। সুতরাং আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন, আমিও কি কত্তংনে পরিবারের একজন সিস্টার হয়ে যাদের কেউ নেই, তাদেরই আপন হয়ে সেবা করতে পারিনা? যারা উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেছেন তাদের জন্য রয়েছে "কত্তংনে সিস্টার অব জিযাস" সংঘে যোগদান করে, তাদের সারাজীবন সেবা করার সুযোগ। যারা "কত্তংনে সিস্টার অব জিযাস" সংঘে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক তাদের নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হলো।

যারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন
অংশগ্রহণের যোগ্যতা: HSC পাশ বা তার উর্ধ্বে বয়স ২৭ বছরের নিচে

যোগাযোগ: সিস্টার আন্দ্রেয়া

মোবাইল: ০১৭৩৩৫৬১৫৭০/০১৭১৫৯৮৪৮৭২

বাংলাদেশ কত্তংনে হাউস অব হোপ

কুচিলাবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৩১/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org